মহানবীর ভাষণ

মহানবীর ভাষণ

অনুবাদ ও সংকলনে :

মুহম্মদ নূরুজ্জামান

ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, রাজশাহী

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

মহানবীর ভাষণ
মুহম্মদ নুরুজ্জামান

ই.সা.কে.রা. প্রকাশনা : ৫
ই. ফা. প্রকাশনা : ২৭৮

প্রথম প্রকাশ :
মে, ১৯৮০
বৈশাখ, ১৩৮৭
জমাদিউস সানি : ১৪০০

প্রকাশনায় :
নুরুল ইসলাম মানিক
ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র,
রাজশাহী

মুদ্রণে :
মনোরম মুদ্রায়ণ
২৪, শ্রীশদাস লেন,
ঢাকা—১

প্রচ্ছদ :
আবদুর রউফ সরকার

অঙ্গসজ্জায় :
হামিদুল ইসলাম

মূল্য : ছয় টাকা

MOHANOBIR BHASHON : Sermons of the Holy Prophet (Sm.) compiled Translated in Bengali by Muhammad Nuruzzaman, Published by Islamic Cultural Centre, Rajshahi. Price : Taka Six only.

প্রকাশকের কথা

মহানবী হযরত মুহম্মদ (সঃ) কোন অলৌকিক জগতের অধিবাসী নন—তিনি আমাদের ধূলি-মলিন এই দুনিয়ারই একজন মানুষ। সারা জীবন কর্মে ও কথায় তিনি যে চারিত্রিক দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন—আমাদেরকে তার অনুসারী হতে হবে। এজন্যে সর্বাগ্রে প্রয়োজন তাঁকে জানা। তাঁকে জানার সবচে গুরুত্বপূর্ণ যে মাধ্যম তা হচ্ছে তাঁরই মুখ নিঃসৃত পবিত্র বাণী বা ভাষণ। এ উদ্দেশ্য সামনে রেখেই আমরা মহানবীর ভাষণ বাংলা ভাষায় প্রকাশের দায়িত্ব নিয়েছি।

মুহম্মদ নূরুজ্জামান সংকলিত মহানবীর ভাষণ ভিন্ন ভাষা থেকে অনূদিত। অনুবাদে মূলের চরিত্র বজায় থাকে না—স্পষ্ট হয় না তার অর্থ-ব্যঞ্জনা। তবুও আমরা মহানবীর ভাষণ পাঠকের হাতে তুলে দিলাম। ভরসা এই, এ বইটি পাঠ করে মহানবীর অনুসারীরা অনুপ্রাণিত হবেন।

সূচীপত্র

ভূমিকা

মহানবী মুহম্মদ মোস্তফা (সঃ) মানবতার মহান দিশারী। মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত—মানুষ আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, একথা তাঁর চেয়ে বলিষ্ঠভাবে আর কেউ আজ পর্যন্ত ঘোষণা করেনি। মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের পথের সকল বাধার বিরুদ্ধে তিনি আজীবন কঠোর সংগ্রাম করেছেন। মানুষের উপর মানুষের সকল প্রকার প্রভুত্ব অন্যায় ও অবৈধ বলে ঘোষণা করেছেন এবং এর অবসানকল্পে অসাধারণ ত্যাগ ও কষ্ট স্বীকার করে বিশ্ব ইতিহাসে গৌরবময় অধ্যায়ের সূচনা করেছেন। তাঁর সময় প্রভাব-প্রতিপত্তি, ধন-দওলত, বর্ণ-গোত্র খোদায়ীর আসন লাভ করেছিল। তিনি এ সবের ভিত্তিমূলে চরম কুঠারাঘাত হেনেছিলেন। তিনি বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেনঃ আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন ইলাহ নেই।

তাঁর সারা জীবনের সাধনা-সংগ্রাম স্রষ্টার সার্বভৌমত্বের প্রতিষ্ঠা এবং সৃষ্টির কল্যাণে নিয়োজিত ছিল। আঘাতকারীকে তিনি আশীর্বাদ করতেন। প্রতিশোধ গ্রহণের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও ঘৃণ্য শত্রুকে ক্ষমা করে দিতেন। বিজয়ের দিনেও বিনয়ী থাকতেন। মানবতার এ নযীর কোন্ ইতিহাসে আছে? পরাজিত হিটলার-পন্থীদের রক্তে কি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-বিজয়ীদের হাত রঞ্জিত হয়নি? যুদ্ধাবসানের ত্রিশ বছর পরেও হিটলারের অনুসারীরা শান্তিতে বসবাস করতে পারছে না। পলাতক শত্রু, আশ্রয়হীন শত্রু, মৃত্যু শয্যায় শায়িত শত্রু, পক্ককেশ অথর্ব শত্রুও তথাকথিত আধুনিক সভ্যতার দাবীদারদের কাছে অনুকম্পা লাভ করতে পারে নি। স্পান্ডুর আন্তর্জাতিক কারাগারে

তিন বৃহৎ শক্তির কড়া সৈন্য প্রহরায় হিটলারের অনুসারী একক বন্দী হিসেবে আজ ত্রিশ বছর থেকে মৃত্যুর দিন গুণছে।

বিপ্লবের বিজয় লগ্নে নির্যাতিত শত্রুর ক্রন্দনে আকাশ বাতাস মথিত হয়েছে বহুবার। কিন্তু তার পাশাপাশি মক্কা বিজয়ের মহালগ্ন—ক্ষমা সুন্দর ও ভাবগম্ভীর পরিবেশ। বিশ্ব নবীর জীবননাশের জন্য যারা উন্মাদ ছিল, যারা তাঁকে স্বজন-স্বভূমি ত্যাগে বাধ্য করেছিল, যারা তাঁর সংগ্রামের সাথীদের বর্বর অত্যাচারে জর্জরিত করেছিল, যারা তাঁর অগণিত আপনজনকে আল্লাহ্‌র আদেশের আনুগত্য করার অপরাধে শাহাদাতের পেয়ালা মুখে তুলে দিয়েছিল, তারা আজ অতীত অপরাধের স্মৃতিচারণ করে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল এবং ভাবল, মৃত্যুই হবে তাদের পাপের প্রায়শ্চিত্য। কিন্তু যা ঘটল তা অভাবনীয়, অচিন্তনীয় এবং ইতিহাসে বেনযীর। ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি তুলে চাইলেন মহানবী। জিজ্ঞাসা করলেন, "কোরেশগণ, তোমরা কি ব্যবহার আশা কর?" তারপর ঘোষণা করলেন, "আজ আমার ভাই ইউসুফের ন্যায় তোমাদের সাথে আচরণ করব।" নির্যাতিত মানবতার ক্রন্দন দয়ার সমুদ্র মহানবীকে সবচেয়ে বেশী পীড়া দিত। তিনি ঘোষণা করলেন, "যাঁর হাতে আমার জীবন তাঁর শপথ, বেরহম ব্যক্তি কখনও বেহেশ্‌তে প্রবেশ করতে পারবে না।" সমাজের অসহায় শ্রেণীর জন্য তাঁর অনুভূতি এত গভীর ছিল যে, মৃত্যু শয্যায় শায়িতাবস্থায় তিনি তাদের কথা ভুলতে পারেন নি। অধীনস্থ দাস-দাসী এবং স্ত্রী জাতির সাথে সদ্ব্যবহার করার জন্য তিনি উম্মতকে বারবার অসিয়ত করেছেন। মহানবী বলেছেন, "এক দিনের মধ্যে সত্তরটি অপরাধ করলেও অধীনস্থদের মাফ করে দিও। তোমাদের মতো তাদেরও একটি হৃদয় রয়েছে যা ব্যথায় ব্যথিত হয় এবং আনন্দে আনন্দিত হয়।" শুধু মানুষ কেন? নির্বাক পশুর কষ্টও তিনি বরদাশ্‌ত্‌ করতে পারতেন না। তিনি তাদের উপর সাধ্যের অতীত বোঝা চাপিয়ে দিতে নিষেধ করেছেন। এহেন মহাপুরুষের বাণী যে মানব সমাজে জান্নাতের কল্যাণ ধারা বয়ে নিয়ে আসবে তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। তাঁর বাণী অধ্যয়ন এবং তা বাস্তব জীবনে সফল-রূপায়নের মধ্যে রয়েছে আমাদের সমাজ জীবনের সকল ব্যর্থতা অবশানের মূল মন্ত্র। এ মহান উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে মহানবী মুহম্মদ (সঃ)-এর কতিপয় ভাষণের তরজমা বাংলা ভাষাভাষী

পাঠকদের খেদমতে হাযির করলাম। উর্দু ভাষায় সংকলিত "খুত্বাতে নবী" থেকে তরজমাটি করেছি।

সিলেট সরকারি পাইলট হাই স্কুলের ইসলামিয়াতের প্রাক্তন শিক্ষক মওলানা আব্দুল মান্নান খানের কাছে আমি ঋণী। তিনি পাণ্ডুলিপিটি সংশোধন করে অনুবাদের মান উন্নত করেছেন। দুনিয়া এবং আখেরাতে আল্লাহ্ তাঁকে সাফল্য দান করুন।

মুহম্মদ নূরুজ্জামান
৩রা জানুয়ারী ১৯৮০

সাফা উপত্যকায়

সার্বিক সৌন্দর্য আল্লাহ্‌র জন্য। আমি একমাত্র তাঁরই প্রশংসা করি এবং তাঁর কাছেই মাগফেরাত চাই।

অতঃপর, হে মানুষ, আমি তোমাদেরকে অবগত করছি যে, চির সত্য ও চির পবিত্র আল্লাহ্‌ সারা দুনিয়ার স্রষ্টা ও মালিক। তিনি এক ও অদ্বিতীয়। তিনি ছাড়া কোন মাবুদ নেই। তিনি চিরজীবী এবং সুপ্রতিষ্ঠিত। নিদ্রা বা গাফলতি তাঁকে স্পর্শ করে না। দুনিয়া ও আসমানে যা কিছু রয়েছে সবই তাঁর। তিনি কারও মুখাপেক্ষী নন। তিনি অতুলনীয় ঐশ্বর্যশালী এবং অভাবহীন। তাঁর কোন শরীক নেই। তিনি সমগ্র সৃষ্টির পালনকর্তা এবং সকল প্রাণীর রেযেকদাতা। তিনি সকল বস্তুর সৃষ্টিকর্তা। সব নিয়ামতের উৎস তিনি। যমীনের প্রতিটি কণা এবং সাগরের প্রতিটি বিন্দু তিনি তৈরী করেছেন। দুনিয়ার সমস্ত নিয়ামত তাঁর কাছ থেকেই এসেছে। পৃথিবীর প্রত্যেক বস্তুর সৃজন ও সংগঠনে তাঁর আধিপত্য বিরাজিত।

اَللهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَّهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ *

আল্লাহ্‌ প্রত্যেক জিনিসের স্রষ্টা এবং তিনি সব কিছুর উপর ক্ষমতাশালী।

হে মানুষ, মহান আল্লাহ্‌ তোমাদেরকে বুদ্ধির নিয়ামত দিয়েছেন যাতে তোমরা তাঁর ওয়াহদানিয়াত (একত্ব), রবুবিয়াত (প্রতিপালন),

খালেকিয়াত (সৃজন) এবং রাজ্জাকিয়াত (রেযেক প্রদান)-এর সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা কর এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করো না। তিনি তাঁর কালামের মধ্যে নিজের পরিচয় বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, তোমাদের মাবুদ তো একমাত্র আল্লাহ্। তিনি ব্যতীত কোন মাবুদ নেই, তিনি অতিশয় দয়ালু। তিনি ন্যায়-ইনসাফের সাথে বিশ্ব-কারখানা নিয়ন্ত্রিত করছেন। এ নিখিল বিশ্ব তাঁর হুকুমতের অধীন। যে দুনিয়ার মঙ্গলের প্রত্যাশী তাকে বল, শুধু দুনিয়ার জন্য কেন বরবাদ হচ্ছ, বরং একমাত্র আল্লাহ্ দুনিয়া এবং আখেরাতের মঙ্গল প্রদানে সক্ষম। সে আল্লাহ্র দিকে আসুক এবং আখেরাতের সাথে দুনিয়াও লাভ করুক। সর্বশক্তিমান রব তোমার মাবুদ—সর্বকর্ম সম্পাদনকারী ও তোমার উপর মেহেরবান। তাঁর বান্দারা যতই অবাধ্যতা করুক এবং যতই বিদ্রোহ করুক না কেন যখন কেউ তাঁর কাছে তওবার জন্য মাথা নত করে এবং সবদিক থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে একমাত্র তাঁর দিকেই আসতে চায় তখন তিনি ফিরে আসাকে স্বাগত জানান, তার তওবা কবুল করে নেন, তার গুনাহ্ মাফ করে দেন, তাকে মহব্বতের মর্যাদা প্রদান করে তার জন্য নিজের রহমতের দরজা উন্মুক্ত করে দেন। তিনি তার দোয়া শোনেন, তার আশা-আকাংখা পূর্ণ করেন। তাঁর অনুগৃহীত বান্দাকে তার প্রাপ্যের অধিক নিয়ামত দান করেন। সুতরাং তাঁর ইবাদত করা তোমাদের কর্তব্য।

হে আল্লাহ্র বান্দাগণ, যদি তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং নতশিরে তাঁর হুকুম পালন কর তা'হলে অন্য কোন সুপারিশ করার প্রয়োজন থাকবে না। তিনি তোমাদের জন্য দুনিয়াতে সম্মান এবং সার্বিক শান্তির সৌভাগ্য সৃষ্টি করে দেবেন, তিনি তোমাদের যাবতীয় গোমরাহী মাফ করে দেবেন। তিনি অত্যন্ত দয়াশীল ও মেহেরবান। তিনি সবচেয়ে বেশী ক্ষমাশীল এবং রহম ও অনুকম্পা প্রদর্শনকারী।

হে মানুষ, এ কি দুর্ভোগ, তোমরা তোমাদের স্রষ্টা ও মালিককে পরিত্যাগ করে পাথরের মাবুদদেরকে স্থান দিয়েছ এবং তোমরা মনে কর, এ সব মূর্তি অসাধারণ শক্তির অধিকারী; শাস্তি ও পুরস্কারের অধিকার তাদের; ভাগ্যের ফয়সালা তাদের ইচ্ছায় পরিবর্তিত হয়; লাভ ও লোকসানে তাদের হাত রয়েছে; ভাল-মন্দের মালিক তারা এবং জগতের যাবতীয় শক্তি তাদের অধীন। অথচ এর একটি কথাও সত্য

নয় বরং তা তোমাদের নিছক ভুল ধারণা। লক্ষ্য কর, তোমাদের রব কি সুন্দর ভাষায় ইরশাদ করেন যে, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য যে সব মূর্তির পূজা তারা করুক না কেন, সেসব তাদেরকে মংগল বা অমংগল কোনটাই দিতে পারবে না। অন্যকে অনিষ্ট থেকে রক্ষা করাতো দূরের কথা, অনিষ্ট থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতেও তারা অসমর্থ। মহান আল্লাহ্ শিরক্ থেকে পবিত্র। তাঁর সাম্রাজ্যে কেউ শরীক নেই এবং তিনি দুর্বল নন যে তাঁর সাহায্যকারীর প্রয়োজন হবে। এসব মূর্তি পূজারীরা আল্লাহ্ ব্যতীত যাদেরকে ডাকুক না কেন তাদের কেউ এক টুকরা খেজুর-খোসারও মালিক নয়। আর তাদেরকে আহবান করলেও তারা তা শুনতে সমর্থ নয়।

হে মানুষ, তোমাদের কি হল, তোমরা মহাপবিত্র আল্লাহ্কে ছেড়ে অসহায় সত্তার ইবাদত করছ! তোমরা নিতান্ত অকৃতজ্ঞ। হায়! এটা কি উত্তম নয় যে, শেষ ফয়সালার দিন আসার আগে আমরা সকল দিক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একমাত্র তাঁর হয়ে যাই এবং একমাত্র তাঁরই ইবাদত করি? যাতে সেদিন আমাদেরকে এ বলে দূরে না ফেলে দেয়া হয় যে, তোমরা অন্যের হুকুমতের সাহায্যকারী ছিলে তাই আজ তোমাদের জন্য কোন নিরাপত্তা নেই, আজ আগুনের শিখায় তোমাদের অবস্থান। আজ তোমাদের কোন সাহায্যকারী নেই। তোমাদের শাস্তি এ অপরাধের জন্য যে, তোমরা আল্লাহ্র নিদর্শনকে হাসি-তামাশার বস্তু মনে করেছিলে এবং দুনিয়ার জিন্দেগি ও তার কাজ-কর্ম তোমাদের প্রতারিত করেছিল। আজ তোমাদেরকে না আযাব থেকে উদ্ধার করা হবে, না তোমাদেরকে তওবা-ইস্তিগফার করে আল্লাহ্কে রাযী করার সুযোগ করে দেয়া হবে; তোমরা সে সুযোগ হারিয়ে ফেলেছ।

হে আল্লাহর বান্দারা! আমি তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছি, সেদিন আসবার আগে নিজেদের মন, প্রাণ, যোগ্যতা এবং ইচ্ছা-আকাংখা নিয়ে মহাপবিত্র আল্লাহ্র দিকে ঝুঁকে পড় এবং তাঁরই ইবাদত কর।

আস্সালামু আলাইকুম।

দুর্গ আবি-তালিবে

মহান আল্লাহ্‌র তস্‌বীহ্‌ ও পবিত্রতা ঘোষণা করার পর :

হে মানুষ, তোমরা তোমাদের রবের আনুগত্য কর এবং পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদ থেকে বিরত থাক। তা না হলে তোমরা সাহস হারিয়ে ফেলবে এবং তোমাদের ভিত্তি দুর্বল হয়ে যাবে। তোমরা কি এ সত্য অবগত নও যে, আল্লাহ্‌র যমীন যখন চতুর্দিক থেকে অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিল, বোত-পরস্তি যখন আল্লাহ্‌-পরস্তির স্থান দখল করে নিয়েছিল তখন মানবীয় নৈতিকতা মুছে গিয়েছিল, সর্বত্র ফেতনা-ফাসাদের তুফান প্রবাহিত ছিল। তোমরা সে যুগ প্রত্যক্ষ করেছ। এখানের বাসিন্দারা শত শত বছর হিংস্র প্রাণীর ন্যায় পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। এই হানাহানি-খুনাখুনীর জন্য দুনিয়ার কোথাও আরববাসীর সম্মান ছিল না। প্রত্যেক কওম তাদেরকে নিকৃষ্ট ও লাঞ্ছিত মনে করত। যুদ্ধ-বিগ্রহ, শত্রুতা-দুশমনি ও ঘৃণা-বিদ্বেষ ছিল তাদের পরিচয়ের বৈশিষ্ট্য। নিজে-দের এ দুর্ভাগ্য সম্পর্কে তারা অজ্ঞ ছিল।

অতঃপর আল্লাহ্‌ তোমাদের অবস্থার উপর রহম করেছেন। তোমাদের অন্তরে মহব্বত সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর ফযলে তোমরা ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ হয়েছ। অতএব তোমরা এ মেহেরবানীর প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো না। পরস্পর মিলেমিশে থাক এবং আল্লাহ্‌কে ভয় কর, যাতে তোমরা লক্ষ্য হাসিল করতে সক্ষম হও।

হে মানুষ, নিঃসন্দেহে সকল মুসলমান পরস্পর ভাই ভাই এবং সকল মুসলমান এক ব্যক্তি-সদৃশ। তার শিরঃপীড়া উপস্থিত হলে সর্ব-

শরীর বেদনায় জর্জরিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। এক মুসলমান অন্য মুসলমানের জন্য এক বুনিয়াদ স্বরূপ, যার এক অংশ অন্য অংশের বোঝা বহনে সাহায্যকারী। আমি তোমাদের নসিহত করছি, প্রত্যেক মুসলমান পরস্পর ভাই—তাই কেউ যেন কাউকে যুলুম না করে এবং কাউকে যেন একাকী বন্ধুহীন বা সাহায্যহীন ছেড়ে না দেয়া হয়। যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণ করবে আল্লাহ্ তার প্রয়োজন পূরণ করে দেবেন। যে কোন মুসলমানের কষ্ট দূর করবে, আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন তার কষ্ট দূর করে দেবেন। যে ব্যক্তি অন্যের ত্রুটি গোপন করবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তার ত্রুটিও গোপন রাখবেন।

হে মানুষ, যথাসম্ভব ঐক্যবদ্ধভাবে জীবন যাপন কর। পরস্পর ঝগড়া-বিবাদ থেকে বিরত থাক। তোমাদের রব তোমাদেরকে নিঃস্বার্থ কর্জের হুকুম দিচ্ছেন এবং ফেতনা-ফাসাদ ও খুনাখুনী নিষিদ্ধ করেছেন। যাঁর হাতে আমার জীবন তাঁর শপথ, তোমরা মুসলমান না হওয়া পর্যন্ত বেহেশ্‌তে প্রবেশ করতে পারবে না। আর নিজের জন্য তোমরা যা পছন্দ কর অপর ভাইয়ের জন্যও তাই-ই পছন্দ না করা পর্যন্ত তোমরা মুসলমান হতে পারবে না।

এবং হে মুসলমান, অবশ্যই মহাপবিত্র আল্লাহ্ তোমাদের উপর করুণা করেছেন—তিনি তোমাদের অন্তরে ভালবাসা সৃষ্টি করে দিয়েছেন এবং তোমাদেরকে হিংসা-বিদ্বেষের অভিশাপ থেকে মুক্ত করেছেন। এ নিয়ামতের সম্মান করা তোমাদের কর্তব্য। এবং পরস্পরের সুখে-দুঃখে অংশগ্রহণ কর। আমি ইতিপূর্বে বলেছি যে, এক মুসলমান অন্য মুসলমানের জন্য বুনিয়াদ স্বরূপ। তার অর্থ হল : এক মুসলমান অন্য মুসলমানের জন্য দেওয়ালের ইটের মত একে অপরকে আঁকড়ে থাকে। যেরূপ দেয়ালের এক ইট অপর ইটকে সংযুক্ত রাখে, সেরূপ পরস্পর ঐক্যবদ্ধ থাকার জন্য আমি তোমাদেরকে হেদায়েত করছি। তোমরা যে অবস্থায়ই থাক না কেন একে অপরের সাহায্য করবে। আমি তোমাদের হুঁশিয়ার করছি যে, তোমরা যদি ঐক্যবদ্ধ থাক, একে অপরকে সাহায্য কর অর্থাৎ আশ্রয় দান কর তাহ'লে তোমরা প্রাচীরের ন্যায় মজবুত থাকবে। অন্যথায় তোমরা স্তূপীকৃত ইটের ন্যায় হবে। কোন দৃঢ়তা থাকবে না এবং যে কেউ তা উড়িয়ে দিতে পারবে। আর তোমাদের মধ্যে যার সামর্থ রয়েছে

সে যেন অবশ্যই তার ভাইয়ের উপকার করে এবং আমি পুনরায় তোমাদেরকে একথা বলছি যে, কোন লোক ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ না সে নিজের জন্য যা পছন্দ করে তার ভাই-এর জন্যও তাই পছন্দ করে। আমি এ উদ্দেশ্যে বলছি যে, প্রত্যেক মুসলমান লাভ-লোকসানের কাজে যেন অপর মুসলমানকে তার নিজের মত মনে করে এবং সে যা নিজের জন্য অপছন্দ করে তা যেন তার ভাই-এর জন্যও অপছন্দ করে। যতদূর সম্ভব এক মুসলমান অপর মুসলমান ভাইকে যেন নিজের সত্তার ন্যায় প্রিয় মনে করে—নিজের সত্তাকে যেরূপ প্রিয় মনে করে সেরূপ যেন তার ভাইকেও প্রিয় মনে করে এবং নিজের সত্তার প্রতি যে আচরণ করে সেরূপ আচরণ যেন তার ভাইয়ের প্রতিও করে। কথাবার্তায় মুনাফিকও নিজেকে মুসলমান বলে থাকে। কিন্তু মুসলমান তো সেই ব্যক্তি যার জিহ্বা ও হাত থেকে অন্য মুসলমান নিরাপদ থাকে।

হে মানুষ! মুসলমানের প্রত্যেক জিনিস অপর মুসলমানের জন্য হারাম। পরস্পরের রক্ত, ইজ্জত, আবরু, সম্পদ—এর কোনটারই ক্ষতি সাধন তোমরা করো না। মানুষের চারিত্রিক গুণাবলীর মধ্যে এমন দুটি গুণ রয়েছে যার চেয়ে উত্তম আর কিছু নেই। এর প্রথমটি হচ্ছে, আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আর দ্বিতীয়টি, মুসলমানের উপকার সাধন। দোষাবলীর মধ্যেও এমন দুটি দোষ রয়েছে যার চেয়ে নিকৃষ্টতম আর কিছুই নেই। প্রথমটি, আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে শরীক করা, দ্বিতীয়টিঃ কোন মুসলমানের ক্ষতি সাধন করা। কোন অবস্থাতেই মুসলমান ভাই-এর উপর যুলুম করা অন্য মুসলমানের জন্য বৈধ নয়। বিপদকালে মুসলমান ভাইকে সাধ্যমত সাহায্য করা অবশ্য কর্তব্য।

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়ারাহ্‌মাতুল্লাহ্‌

দুর্গ আবি-তালিবে দ্বিতীয় ভাষণ

মহান আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনা করার পর :

হে মুসলমান! তোমাদের রব ইরশাদ করেছেন : মানুষের পথ-প্রদর্শনের জন্য যত উম্মত তৈরী করা হয়েছে তন্মধ্যে তোমরা সবচেয়ে উত্তম—এজন্য যে তোমরা ভাল কাজের জন্য হুকুম কর এবং মন্দ কাজে বাধা দান কর। আল্লাহ্‌ তাঁর এ ফরমানের মধ্যে তবলিগকে তোমাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য এবং বিশেষ মর্যাদার আসন দান করেছেন। আল্লাহ্‌ মুসলমানদেরকে সবচেয়ে 'উত্তম' এজন্য বলেন যে, তারা সত্যের প্রচার ও প্রকাশ করে বাতিলকে মিটিয়ে দেয়, মঙ্গলজনক কাজের প্রতি আহ্বান জানায় এবং মন্দ কাজে বাধা দান করে।

হে মুসলমান! তোমরা জান, আল্লাহ্‌ সুবহানাহু তা'আলা আনুগত্য এবং ইবাদত-বন্দেগীতে খুশী হন। কুফুর ও গোমরাহী এবং অপরাধ ও বিরুদ্ধাচরণে তিনি অসন্তুষ্ট হন। তাই তোমাদেরও আনুগত্য ও ইবাদতে খুশী এবং অপরাধ ও বিরুদ্ধাচরণে অসন্তুষ্ট হওয়া উচিত। অর্থাৎ সৎ কাজ করা ও সৎ চরিত্র অর্জন করা উচিত এবং গর্হিত কাজ ও অসৎ স্বভাব বর্জন করা উচিত। তোমাদের সমাজের লোককে ভাল কাজের প্রতি আহ্বান করা এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখা তোমাদের সর্বপ্রধান কর্তব্য। আমি জানি, তোমরা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির প্রত্যাশী ও তাঁর প্রতি অনুরক্ত, তাই তোমাদেরকে বলছি—মহব্বতের প্রথম শর্ত হিসেবে সর্বাবস্থায় মাহবুবের সন্তুষ্টি বিধান

কর এবং নিজেদের সকল ইচ্ছা-আকাংখা ছেড়ে দিয়ে একমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির অধীন হও। অর্থাৎ যে সব হুকুম-আহ্‌কাম আল্লাহ্‌ পছন্দ করেন তা পালন কর এবং যা অপছন্দ করেন তা থেকে বিরত থাক। অন্যদেরকেও এই পথে আহ্বান কর। তোমরা কি জানো না যে তোমাদের রব বলেন, 'সত্য ও ন্যায়ের পৃষ্ঠপোষকতা কর এবং কুফর ও অবাধ্যতা মিটিয়ে দাও।' সকল সৎ কাজ নতশিরে মেনে নেয়া এবং প্রত্যেক মন্দ মিটিয়ে দেয়া তোমাদের প্রত্যেকের অবশ্য কর্তব্য। তা না করতে পারলে নিদেনপক্ষে মন্দ কাজ ও মন্দ কাজ যারা করে তাদের প্রতি মনে মনে ঘৃণা পোষণ কর। যথাসম্ভব সমাজের অন্য মানুষকেও সৎ কাজের দিকে আকৃষ্ট করবে এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখবে। এটাই জীবনের লক্ষ্য।

যাঁর হাতে আমার জীবন, তাঁর শপথ করে বলছি—'ইসলামের প্রচার-প্রসার এবং আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান' পরস্পর অবিচ্ছেদ্য জিনিস। আল্লাহ্‌ ও আখেরাতের প্রতি যার বিশ্বাস রয়েছে তার পক্ষে সত্য প্রচার না করা এবং কুফ্‌র ও গোমরাহীর প্রতি বাধা না দেয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। দুনিয়াতে যখন সত্য কলেমার (ইসলাম) অবমাননা করা হয় তখন আল্লাহ্‌র পূজারীরা অস্থির ও অশান্ত হয়ে ওঠে। তাদের পদক্ষেপ হয় সত্যের সাহায্য এবং প্রত্যেক প্রচেষ্টা নিয়োজিত হয় সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য। কুফ্‌র্‌ ও পাপের চেহারা ক্ষতবিক্ষত না হওয়া পর্যন্ত তারা শংকাহীনভাবে বসতে পারে না। যখন জলে-স্থলে বিদ্রোহ ও পাপের ফাসাদ প্রসারিত হয় তখন আল্লাহ্‌র মহব্বতকারী-দের শান্তি বিনষ্ট হয়, চোখ অশ্রুসিক্ত হয়, মন চঞ্চল হয়ে ওঠে। তারা দুনিয়ার যাবতীয় আরাম-আয়েশ অবহেলায় ত্যাগ করে ময়দানে অবতীর্ণ হয় এবং মরণপণ করে অবিচল সত্য ও ন্যায়ের ঘোষণা করে।

হে মুসলমান, স্মরণ রাখ, যদি ইসলাম প্রচারের জিম্মাদারী পরিত্যাগ কর তাহলে উত্তম উন্নত হওয়ার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলবে এবং হক সুবহানাহু তা'আলা প্রদত্ত মর্যাদা থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবে। তখন আল্লাহ্‌ তোমাদের উপর যালিমদের কর্তৃত্ব দিয়ে দেবেন এবং তারা তোমাদের উপর যুলুম করবে। যদিও তখন তোমাদের উত্তম ব্যক্তিগণ দোয়া করবে কিন্তু তাদের দোয়া কবুল হবে না।

অতএব তোমরা এ কর্তব্য থেকে গাফিল হয়ো না; কেননা তা' তোমাদের ধ্বংসের কারণ হবে। আমি অবলোকন করছি, কোন কোন লোক দুনিয়ার আরাম-আয়েশের সন্ধানে লিপ্ত এবং সত্য প্রচারে গাফিল। তাদের অবস্থার জন্য আফসোস! আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্কহীন জীবন ক্ষণস্থায়ী আশা-আকাংখা চরিতার্থ করার খেলা ব্যতীত আর কিছুই নয়। আখেরাতের জিন্দেগী হচ্ছে চিরস্থায়ী জীবন। তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের কর্ম সম্পর্কে অজ্ঞাত নন। তোমরা যা করছ তার প্রত্যেকটি সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ ওয়াকেফহাল। যে তাঁর হুকুম-আহ্‌কামের উপর ঈমান আনে এবং সৎ কাজ করে সে পারিশ্রমিক ও পুণ্য লাভের যোগ্য। রহম-করমশীল আল্লাহ্‌ দয়াপরবশ হয়ে তাঁর বান্দাকে প্রাপ্যের অধিক প্রতিদান দেবেন।

হে মুসলমান! আমি তোমাদেরকে সাবধান করছি, কোন কওমের কোন ব্যক্তি যদি গুনাহ্‌ করে এবং কওমের বাধা দান করার শক্তি থাকা সত্ত্বেও তাকে বাধা না দেয় তা হ'লে এ কারণে মৃত্যুর পূর্বেই তাদের উপর আল্লাহ্‌র গজব নাযিল হবে। আমি তোমাদেরকে হেদায়েত করছি, তোমাদের যে কেউ কুফ্‌র ও আল্লাহ-দ্রোহিতা হতে দেখবে সে যেন শক্তি দিয়েও তা সংশোধন করে, শক্তি প্রয়োগে সক্ষম না হ'লে মুখ দিয়ে তার প্রতিবাদ করবে এবং তাতেও সমর্থ না হলে অন্তর থেকে তা ঘৃণা করবে এবং এটা হচ্ছে ঈমানের দুর্বলতম পর্যায়।

হে মুসলমান, তোমরা হক ও সাদাকাতের (সত্য ও ন্যায়পরায়ণতা) আহ্বানকারী। তোমাদের কর্তব্য হচ্ছেঃ তোমরা নিজে ভাল কাজ করবে এবং সমাজের লোকদেরকে সৎ কাজ ও সৎ চরিত্রের দিকে উৎসাহিত করবে। উৎসাহ ও উদ্দীপনা সহকারে ইসলামের খিদমত কর। কেননা এটা হচ্ছে তোমাদের কর্ম-জীবনের সবচেয়ে উত্তম অধ্যায়। আর এটা এমন এক সম্মান যা অন্য কোন কওমের ভাগ্যে জোটেনি।

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়ারাহ্‌মাতুল্লাহে ওয়াবারাকাতুহু

কাবা প্রাঙ্গণে

আল্লাহ্ তা'আলার তস্বিহ্ ও পবিত্রতা বর্ণনা করার পর :

হে মানুষ, আমি তোমাদেরকে রহম ও করমের নসিহত করছি এবং উত্তম কথা দিয়ে শুরু করছি। আমি যা বলছি তা মনোযোগ সহকারে শোন। আমার রব বলেন, 'আমি রহম ও করম পছন্দ করি। যে বেরহম সে আমার রহমত থেকে বঞ্চিত।' আল্লাহ্‌র রহমত থেকে বঞ্চিত হওয়া কত বড় বিপদ তা কি তোমরা উপলব্ধি করেছ? হে আল্লাহ্‌র বান্দাগণ, আমি তোমাদেরকে সতর্ক করছি, আল্লাহ্ তার উপর রহম করেন না যে অন্যের উপর রহম করে না। অর্থাৎ তোমরা যদি আল্লাহ্‌র মখলুকের উপর দয়া না কর তাহলে আল্লাহ্‌ও তোমাদের উপর রহম করবেন না, যাঁর রহম-করমের তোমরা সব সময় মুখাপেক্ষী। তাই তোমাদের কর্তব্য হল অন্যের উপর রহম করা যাতে তোমাদের উপরও রহম করা হয়। আমি এক বে-রহম ব্যক্তিকে দেখেছি। আমি একবার ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে সিরিয়ার পথে ছিলাম। এক যালিমকে গরীবদের উপর যুলুম করতে দেখে ব্যথিত হয়েছি। সে তাদেরকে রোদের মধ্যে দাঁড় করিয়ে তাদের মাথায় তেল ঢালছিল। আমি এর কারণ জানতে চাইলে লোকেরা বলল : খেরাজ উসুল করার জন্য এ যুলুম করা হচ্ছে। এ দৃশ্যে আমি ব্যথিত হয়েছি। যে মহামহিম আল্লাহ্‌র হাতে আমার জীবন তাঁর শপথ করে বললাম : রহমশীল ছাড়া কেউ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে,

হকতা'আলা তাদেরকে আযাব দেবেন, যারা দুনিয়াতে মানুষকে কষ্ট দেয়। আমার রবের ফরমান: তোমরা যদি আমার রহমের প্রত্যাশী হও, তাহলে তোমরা আমার মখলুকের উপর রহমশীল হও।

হে আল্লাহ্‌র বান্দাগণ! মনে রাখ, মানুষের কল্যাণ সাধন রহম-করমের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। বেরহম ও কঠিন হৃদয় ব্যক্তি কারও উপকার করতে পারবে না। তার থেকেই মঙ্গল পেঁছিতে পারে যার দিলের মধ্যে রহম রয়েছে। অন্য কথায়, দয়াশীলতার উৎকৃষ্ট প্রকাশ মানুষের কল্যাণ সাধন। অতঃপর উদাহরণ স্বরূপ কিছু কথা বলছি, এক বিকলাংগ রোগীর প্রতি রহম করার অর্থ হচ্ছে তার চিকিৎসা ও খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করা। এটার নাম রহম। বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিকে বিপদ থেকে উদ্ধার করাও রহম। রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক জিনিস দূর করাও রহম। রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক জিনিস সেই দূর করবে যার দিলের মধ্যে রহম রয়েছে। বেরহম ও যালিম ব্যক্তি এটা করতে পারে না। অতএব, তোমরা যালিমের অনুসরণ করো না। বরং রহম-দিল হও।

হে মানুষ! যে বিধবা এবং মিসকীনের সাহায্যের জন্য কোশেশ করে এবং তাদের প্রতি রহম করে সে আল্লাহ্‌র রাস্তায় যিহাদকারী ও রাত জেগে সালাত আদায়কারীর সমতুল্য।

আমি তোমাদেরকে এতিমের প্রতি রহম করার হেদায়েত করছি। তোমাদের অধীনস্থদের সাথে এরূপ ব্যবহার কর যেরূপ তোমরা তোমার সন্তানদের সাথে করে থাক। জেনে রাখ, যে ব্যক্তি শুধু মাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য এতিমের মাথায় হাত বুলাবে তার প্রতিটি চুলের হিসেবে তাকে কল্যাণ দান করা হবে। যে ঘরের মধ্যে এতিমের সম্মান করা হয় সে ঘর হচ্ছে আল্লাহ্‌র কাছে সবচেয়ে প্রিয়।

হে মানুষ, বাকহীন পশুর সাথেও রহম কর। যখন তোমরা এদেরকে সফরে নিয়ে যাও তখন তাদের উপর সাধ্যাতীত বোঝা চাপিয়ে দিও না। তাদের সাথে ইনসাফ কর এবং ইনসাফ করার অর্থ হচ্ছে, যে পরিমাণ বোঝা তারা বহন করতে পারবে তার চেয়ে বেশী চাপিয়ে তাদেরকে কষ্ট দিও না। এক মনযিলের পরিবর্তে দু' মনযিল চলতে বাধ্য করো না। তাদের দানা-পানির প্রতি খেয়াল রেখো। এমন কোন স্থানে তাদেরকে রেখো না যেখানে ঘাস, পানি ইত্যাদি নেই। পিপাসার্ত হলে তাদেরকে পানি দিও। প্রত্যেক পিপাসার্ত প্রাণীকে পানি পান করানো

পুণ্যের কাজ। যেখানেই হোক, ছায়া দানকারী গাছ কাটবে না। কেননা তা সৃষ্ট জীবের উপকার সাধন করে। আমি মনে করি না যে, পুকুর ও নদীতে কারও মালিকানা রয়েছে। যে কোন ব্যক্তি তা থেকে ফায়দা হাসিল করতে পারে এবং এ ব্যাপারে কেউ কাউকে বাধা দিতে পারে না। আমি তোমাদের বলছি : কোন প্রাণীকে আগুনে পোড়াবে না। কাউকে নির্দয়ভাবে প্রহার করবে না। কারও হাত, পা, নাক, কান কাটবে না। অন্যের জন্তু-জানোয়ার যেসব ময়দানে বিচরণ করে, সে সব বরবাদ করা কোনভাবেই জায়েজ নয়। যে পুকুর বা কুয়ার পানি থেকে মানুষ উপকৃত হয় তা বন্ধ করে দেয়া কোনরূপ বৈধ নয়। যে সব কয়েদী তোমাদের অধীন তাদের সাথে খারাপ ব্যবহার করো না। তারা তোমাদের ভাই। তোমরা যা খাও তা তাদেরকে খেতে দাও; যা তোমরা পরিধান কর তা তাদেরকেও পরতে দাও। যখন তোমরা বিদ্রোহীদের সাথে যুদ্ধ কর তখন তাদের সন্তানদের উপর রহম কর। বিকলাংগ এবং অক্ষম মানুষকে সম্মান করবে এবং স্ত্রীলোকের উপর হাত উঠাবে না, তাদের ইজ্জতের হেফাজত করবে। দুনিয়ার সব লোক আল্লাহর মখলুক। আল্লাহর মখলুকের সাথে যে ভাল ব্যবহার করে সে আল্লাহর প্রিয়। সেই ব্যক্তি উত্তম যার দ্বারা লোকের উপকার হয় এবং সেই ব্যক্তি অধম যার দ্বারা লোকের উপকার সাধিত হয় না। আমি পুনরায় তোমাদেরকে বলছি : তোমরা যদি আল্লাহর সৃষ্ট জীবের উপর রহম না কর আল্লাহও তোমাদের উপর রহম করবেন না। অথচ প্রতিটি মুহূর্তে তোমরা আল্লাহর রহমতের মুখাপেক্ষী। আমি তোমাদেরকে আল্লাহর পয়গাম পৌঁছে দিয়েছি। যারা উপস্থিত রয়েছে তারা যেন অনুপস্থিতদের কাছে এ পয়গম পৌঁছে দেয়।

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহে ও বারাকাতুহু।

কাবা প্রাঙ্গণে দ্বিতীয় ভাষণ

আমি মহাপবিত্র আল্লাহ্‌র প্রশংসা করছি। তাঁর মাগফেরাত চাই। মাবুদ বরহক যাকে হেদায়েতের শক্তি দান করেন তাকে কেউ গোমরাহ করতে পারে না; যাকে তিনি বিপথগামী করেন তাকে কেউ সঠিক পথে নিয়ে আসতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, মহাপবিত্র আল্লাহ্‌ এক ও অদ্বিতীয়, তাঁর কেউ শরিক নেই। আমি তাঁর বান্দা ও রসূল।

অতঃপর হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে হেদায়েত করছি, দাসদের সাথে ভাল ব্যবহার কর। তাদেরকে কষ্ট দিও না। তোমরা কি অবগত নও যে, তাদের কাছেও এমন এক দিল রয়েছে, যা কষ্ট পেলে ব্যথিত হয় এবং আরামে খুশী হয়? তোমাদের কি হল যে, তোমরা তাদের দিলের সন্তুষ্টি বিধান কর না? আমি লক্ষ্য করছি, তোমরা তাদেরকে হীন মনে কর এবং তাদের অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন কর না। এটা কি? এটা কি যাহেলিয়াতের অহংকার নয়? নিঃসন্দেহে এটা যুলুম ও বে-ইনসাফি। আমি জানি, যাহেলিয়াতের যুগে তাদের কোন মর্যাদা ছিল না। পশুর চেয়েও তাদেরকে অধম মনে করা হতো। সর্বত্র আমীর এবং গোত্র-সরদাররা সম্মান ও কর্তৃত্বের মালিক সেজে বসেছিল। আল্লাহ্‌র বান্দারা এ কথা ভুলে গিয়েছিল যে মানুষ হিসেবে সবাই সমান এবং খেদমতকারীরাও ইনসাফের অধিকারী। সেটা ছিল এমন এক যুগ যখন আমীর-ওমরাহ্‌ এবং শাসকবর্গ তাদেরকে মানবীয় স্তরের ঊর্ধে মনে করতো। নিজেদেরকে নিষ্পাপ ঘোষণা করতো।

তাদের দৃষ্টিতে খাদিমদের জিন্দেগীর উদ্দেশ্য ছিল শুধুমাত্র মনিবদের খেদমত করা এবং তাদের যুলুম বরদাশ্‌ত্‌ করা। মনিবদের সাথে গোলামদের বসা নিষিদ্ধ ছিল। তাদের সামনে গোলামদের কথা বলা পাপ ছিল। মনিবদের কোন কাজের সামান্যতম বিরুদ্ধাচরণ হত্যার যোগ্য অপরাধ ছিল। ইসলাম এ ধরনের রুসুম-রেওয়াজের অবসান ঘটিয়েছে এবং যাহেলী অহংকারকে ধূলিস্মাৎ করে দিয়েছে।

হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে অবহিত করছি যে, তোমাদের রবের ফরমান হচ্ছেঃ তোমাদের মধ্যে যে সবচেয়ে আল্লাহ-ভীরু, আল্লাহ্‌র কাছে সে সবচেয়ে বেশী সম্মানের পাত্র। তোমরা জান যে, সকল মানুষই আদমের সন্তান এবং আদম মাটির তৈরী। তাহলে অহংকারের হেতু কি? মনে রাখবে, ইসলামের দৃষ্টিতে মানবতার উর্ধে কোন মর্যাদা নেই এবং মনিব-গোলাম, উচ্চ-নীচ, আমীর-ফকীর সবাই সমান। ইসলামের দৃষ্টিতে যে জিনিস বৈশিষ্ট্যের দাবী করতে পারে তা হচ্ছে তাকওয়া ও সৎকর্ম। এটাই যখন বাস্তব তখন কেন তোমরা তোমাদের খাদিমদের নীচ মনে কর? আমি লক্ষ্য করেছি যে, মনিবের সাথে কোন গোলাম কথা বলতে চাইলে রাগে মনিবের চেহারা হিংস্র প্রাণীর ন্যায় রক্তলোলুপ হয়ে যায় এবং সে কোনভাবেই তার ক্রোধ দমন করতে পারে না। এটা যাহেলিয়াত ছাড়া আর কি হতে পারে? এমন হতে পারে, গোলাম তার মনিবের চেয়ে উত্তম এবং তার আমলও আল্লাহ্‌র নিকট গ্রহণযোগ্য।

হে মানুষ! যখন হুকুমত ছিল যিহালতের এবং নফসের পূজা তার চূড়ান্ত প্রভাব বিস্তার করেছিল মানুষের উপর তখন যে কি মর্মান্তিক দৃশ্যের সৃষ্টি হয়েছিল তা মানবতার দৃষ্টি কখনও ভুলতে পারে না। আমি সে যুগও দেখেছি, যখন গোলামদের সাথে বর্বর আচরণ ও যুলুম করা হতো এবং তাদেরকে জানোয়ারের চেয়েও নিকৃষ্ট মনে করা হতো। মহাপবিত্র আল্লাহ্‌ তাদের উপর রহম করেছেন, তাদের অধিকার প্রকাশ করে দিয়েছেন এবং তাদের সাথে উত্তম ব্যবহার করার হেদায়েত করেছেন। আমি আমার রবের ফরমান মুতাবেক বলছি যে, তোমরা তাদেরকে নিজেদের ভাই মনে কর। তাদের কাছ থেকে এতটুকু কাজ আদায় কর যতটুকু তারা সহজে করতে পারে। তোমরা যা খাও তাদেরকে তা খেতে দাও। যা তোমরা পরো তাই তাদেরকে পরতে

দাও। তাদের সাথে এরূপ ব্যবহার কর যেরূপ তোমরা আপন জনের প্রতি করে থাক, তাদের জন্য তা' পছন্দ কর যা তোমরা নিজেদের জন্য কর। তাদের জন্য তা অপছন্দ কর, যা তোমরা নিজেদের জন্য অপছন্দ কর। তাদেরকে নীচ ও তুচ্ছ মনে করো না। তোমরা যখন সফরে যাও আর তারাও তোমাদের সংগে থাকে তখন তাদের আরামের প্রতিও খেয়াল রেখো। তোমাদের সাথে সোয়ারী থাকলে কিছুক্ষণ তোমরা আরোহণ কর এবং কিছুক্ষণ তাদেরকেও আরোহণের অনুমতি দিও। মানুষ হিসেবে তারা কোন অংশেই তোমাদের চেয়ে ছোট নয়। যেরূপ হৃদয় তোমাদের রয়েছে সেরূপ তাদেরও রয়েছে। তোমরা কি লক্ষ্য করনি যে আমি যায়েদকে আযাদ করে আমার ফুফাত বোনের সাথে তার বিয়ে দিয়েছি এবং বেলালকে মুয়াজ্জিন নিযুক্ত করেছি এজন্য যে তারা আমার ভাই। তোমরা দেখেছ যে, আনাস্ আমার কাছে থাকে, তাকে আমি ছোট মনে করি না। কোন কাজ না করলেও আমি তাকে বলি না যে কেন তুমি তা করনি। ঘটনাক্রমে তার দ্বারা কোন ক্ষতি হয়ে গেলেও আমি তাকে কোন শাসন করি না। আমি তোমা-দেরকে নসিহত করছি যে, তোমাদের কোন খাদিম যখন খাবার নিয়ে আসে তখন তাকেও তোমাদের সঙ্গে বসানো উচিত। তারা যদি একসঙ্গে বসতে পছন্দ না করে তাহলে তাদেরকে কিছু খাবার দিয়ে দেয়া উচিত। তোমাদের কোন গোলাম অপরাধ করে থাকলে সত্তর বার তাকে মাফ করবে। এজন্য যে, তুমি যাঁর গোলাম তিনি তোমার অপরাধ হাজার বার মাফ করে দেন। মনে রেখো, কোন লোক তার গোলামের প্রতি অন্যায় অপবাদ আরোপ করলে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাকে কঠিন শাস্তি দেবেন। আমি পুনরায় তোমাদেরকে বলছি, তোমাদের খাদিম তোমাদের ভাই, তারা বাধ্য হয়ে তোমাদের অধীন হয়েছে। তাই যার ভাই তার নিজের অধীন তার উচিত, সে নিজে যা খায় তাই তাকে খেতে দেয়, নিজে যা পরে তা তাকে পরতে দেয় এবং সাধ্যের বাইরে তার কাছ থেকে কোন কাজ আদায় না করে।

আসসালাম্ আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

মদীনায়ে তাইয়েবায়

হামদ ও সানার পর :

হে মানুষ! নিজের ব্যক্তি সত্তার জন্য কিছু ভাল কাজ কর। তোমাদের জানা উচিত যে, একদিন তোমরা প্রত্যেকে মৃত্যুর শিকারে পরিণত হবে এবং নিজের ছাগল-পাল রাখালবিহীনভাবে ছেড়ে চলে যাবে। অতঃপর পরোয়ারদিগার তার সাথে সরাসরি আলাপ করবেন যাতে কোন দোভাষী থাকবে না এবং নিজেকে গোপন করার জন্য সামনে কোন পর্দা থাকবে না। আল্লাহ্ বলবেন, তোমার কাছে কি আমার রসূল আসেননি? তোমাকে দ্বীনের দাওয়াত দেন নি? আমি তোমাকে সম্পদ দিয়েছিলাম, তোমাকে আমার করুণা প্রদর্শন করেছিলাম—তুমি মৃত্যুর আগে তোমার জন্য কি করেছিলে? বান্দা ডানে ও বামে দেখতে থাকবে কিন্তু কিছুই পাবে না। অতঃপর সামনের দিকে দেখবে। তাই, প্রত্যেক ব্যক্তি যেন যথাসম্ভব নিজের চেহারা আগুন থেকে রক্ষা করে। এক টুকরা খেজুর দিয়ে হলেও সে যেন তা করে। যে এক টুকরা খেজুরও পাবে না সে যেন উত্তম কথার মাধ্যমে তা করে। কেননা তারও প্রতিদান দেয়া হবে। এক নেকীর প্রতিদান দশ থেকে সাতশ' গুণ হবে। তোমাদের ও আল্লাহর রসূলের উপর সালাম এবং আল্লাহ্‌র রহমত ও বরকত হোক।

মদীনায়ে তাইয়েবায় দ্বিতীয় ভাষণ

অতঃপর রসূলুল্লাহ (সঃ) দোসরা খুতবা প্রদান করেন ঃ এতে কোন সন্দেহ নেই যে, যাবতীয় তারিফ আল্লাহর জন্য। আমি তাঁর তারিফ করছি এবং তাঁর মদদ প্রার্থী। আমরা নফসের গোলমাল এবং আমলের মন্দ থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থী। আল্লাহ যাকে হেদায়েত দান করেন তাকে কেউ গোমরাহ করতে পারে না। যাকে তিনি গোমরাহ করে দেন তাকে হেদায়েত দানকারী কেউ নেই। আমি এ কথার সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই, তিনি অদ্বিতীয় ও তাঁর কোন শরীক নেই।

শোন, উত্তম বাণী হল আল্লাহর কিতাব। এ কিতাবের সৌন্দর্য যার দিলে আল্লাহ অংকিত করে দিয়েছেন এবং যাকে কুফরী থেকে ইসলামের মধ্যে দাখিল করে দিয়েছেন এবং যে অন্য সকল মানুষের কথার উপর এ কিতাবের প্রাধান্য দিয়েছে সে নিঃসন্দেহে সফলকাম হয়েছে এবং উন্নতি লাভ করেছে। নিঃসন্দেহে এ কিতাব সর্বোত্তম এবং বাগ্মিতা-সম্পন্ন।

আল্লাহ যা ভালবাসেন তা তোমরাও ভালবাসো। সম্পূর্ণ দিল দিয়ে আল্লাহকে কামনা কর; আল্লাহর কালাম ও তাঁর স্মরণ থেকে কখনও বিমুখ হয়ো না। তোমাদের দিল যেন তাঁর প্রতি শক্ত না হয় তিনি যে সব জিনিস সৃষ্টি করেছেন তার মধ্যে কিছুসংখ্যক তাঁর বিশেষভাবে নির্বাচিত ও মনোনীত। তিনি ওগুলোকে 'সর্বোত্তম আমল', 'মনোনীত বান্দা' ও 'শ্রেষ্ঠ কালাম' হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

এতে মানুষের জন্য হালাল-হারামের হেদায়েত রয়েছে। অতএব আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাঁর সাথে কাকেও শরীক করো না। তাঁকে সঠিক ভাবে ভয় কর। আল্লাহ্ সম্পর্কে সত্য বল। কেননা তোমরা যা কিছু বল তার মধ্যে এটাই সর্বোত্তম। আল্লাহর রহমতের কারণে তোমরা পরস্পর মহব্বত কর। ওয়াদা ভংগ করলে আল্লাহ্ রাগান্বিত হন। তোমাদের উপর সালাম ও আল্লাহ্‌র রহমত হোক।

মদীনায়ে-তাইয়্যেবায় জুমার প্রথম ভাষণ

হামদ্, ও সানা আল্লাহ্‌র জন্য। আমি তাঁর প্রশংসা করি। তাঁরই কাছে মদদ, হেদায়েত ও ক্ষমা প্রার্থনা করি। আমার ঈমান তাঁর উপর। আমি তাঁর নাফরমানি করি না। যারা নাফরমানি করে তাদের সাথে আমি শত্রুতা পোষণ করি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য আর কেউ নেই। তিনি অদ্বিতীয় এবং লা-শরীক। মুহম্মদ (সঃ) তাঁর বান্দা ও রসূল। তিনি মুহম্মদকে (সঃ) আলো, হেদায়েত ও নসিহত সহকারে এমন এক যুগে পাঠিয়েছেন যখন অনেক কাল থেকে দুনিয়াতে কোন নবী আসেননি। যখন জ্ঞান হ্রাস পেয়েছিল ও গোমরাহী বেড়ে গিয়েছিল। আমাকে আখেরী যামানায় পাঠানো হয়েছে, যখন কিয়ামতও নিকটবর্তী এবং দুনিয়ার মৃত্যু আসন্ন। যে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের অনুসরণ করে সেই সঠিক পথে ; যে তাঁর হুকুম মানেনি সে পথভ্রষ্ট, মর্যাদা থেকে বিচ্যুত এবং কঠিন গোমরাহীর মধ্যে লিপ্ত।

হে মুসলমান ! আমি তোমাদেরকে তাকওয়ার অসিয়ত করছি। এক মুসলমানের প্রতি অপর মুসলমানের উত্তম অসিয়ত হল তাকে আখেরাতের জন্য উদ্বুদ্ধ করা এবং আল্লাহ্‌কে ভয় করার কথা বলা। হে মানুষ ! আল্লাহ্ যে সব বিষয় নিষেধ করেছেন তা পরিহার কর। এর চেয়ে বড় কোন নসিয়ত নেই এবং কোন জিকিরও নেই। স্মরণ রেখো, আল্লাহ্‌কে ভয় করে যে কাজ করে, আখেরাতে তাকওয়া তার জন্য উৎকৃষ্ট সাহায্যকারী। যখন কোন ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাথে তার

সম্পর্ক প্রকাশ্যে ও গোপনে সঠিক করবে এবং এ ব্যাপারে তার নিয়ত পবিত্র থাকবে তখন তার এ কাজ দুনিয়াতে প্রশংসিত হবে এবং মৃত্যুর পর (যখন মানুষের আমলের গুরুত্ব ও প্রয়োজন অনুভূত হবে) এক ভাণ্ডারে পরিণত হবে। যদি কেউ এরূপ না করে তাহলে তার যে পরিণতি হবে তার উল্লেখ রয়েছে নিম্নোক্ত আয়াতের মধ্যে : মানুষ চাইবে তার আমল যেন তার থেকে দূরে রাখা হয়। আল্লাহ্ তাঁর সত্তা সম্পর্কে তোমাদেরকে ভয় প্রদর্শন করবেন এবং তিনি তাঁর বান্দাদের প্রতি অতি মেহেরবান।

যে ব্যক্তি খোদার হুকুম সত্য মনে করে এবং তার ওয়াদা পূরণ করে তার জন্য এই ইরশাদে-ইলাহী রয়েছে যে, আমাদের কাছে কথার পরিবর্তন হয় না এবং আমরা বান্দাদের উপর যুলুম করি না।

হে মুসলমান, তোমাদের বর্তমান ও ভবিষ্যতের প্রকাশ্য ও গোপন কাজে আল্লাহ্‌র ভয়কে সামনে রেখো। কেননা আল্লাহকে ভয়কারীদের ছেড়ে দেয়া হয় এবং তাদের প্রতিদান বাড়িয়ে দেয়া হয়। তাকওয়ার অধিকারীরা বিরাট সাফল্য লাভ করবে।

একমাত্র তাকওয়া আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টি, আজাব এবং ক্রোধ দূর করে দেয়। একমাত্র তাকওয়া চেহারাকে উজ্জ্বল, প্রতিপালক আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট ও নিজের মর্যাদাকে উন্নীত করে। হে মুসলমান! উপভোগ কর কিন্তু হক আদায়ের ব্যাপারে গাফিল হয়ো না। আল্লাহ্ তোমাদেরকে তাঁর কিতাব দিয়েছেন এবং রাস্তা প্রদর্শন করেছেন যাতে মিথ্যাপন্থী ও সত্যপন্থীদের মধ্যে পার্থক্য সূচিত হয়। হে মানুষ, আল্লাহ্ তোমাদের সাথে উত্তম আচরণ করেন, তোমরাও মানুষের সাথে অনুরূপ আচরণ কর। আল্লাহ্‌র দুশমনকে তোমরা দুশমন মনে কর এবং আল্লাহ্‌র রাস্তায় পূর্ণ সাহস ও একাগ্রতার সাথে কোশেশ্ কর। তিনিই তোমাদেরকে মনোনীত করেছেন এবং তোমাদের নাম মুসলমান রেখেছেন। এজন্য যে, যারা ধ্বংস হবে তাদের কাছে তাদের ধ্বংসের এবং যারা কামিয়াব হবে তাদের কাছে তাদের কামিয়াবীর কারণ ও যুক্তি-প্রমাণ যেন সুস্পষ্ট হয় এবং সকল পুণ্য কাজ আল্লাহ্‌র সাহায্যে সংঘটিত হয়।

হে মানুষ! আল্লাহ্‌র জিকির কর। ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য আমল কর। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাথে নিজের সম্পর্ক সংশোধন করে

আল্লাহ্ মানুষের সাথে তার সম্পর্ক সঠিক করে দেন। অবশ্যই আল্লাহ্ বান্দাদের উপর কর্তৃত্বের অধিকারী। কিন্তু তাঁর উপর কারও কর্তৃত্ব চলে না। আল্লাহ্ বান্দাদের মালিক এবং তাঁর উপর বান্দাদের কোন ইখ্তিয়ার নেই। আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ এবং আমরা এ মহান সত্তার নিকট থেকেই নেকীর শক্তি লাভ করি।

কাশানায়ে নবুয়তে

আল্লাহ্ তা'আলার হামদ্ ও সানার পর :

হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছি, জীবিকা হাসিল করার জন্য সম্ভাব্য সকল উপায়ে চেষ্টা কর এবং তোমাদের প্রচেষ্টার পরিপূর্ণতার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া কর। এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে, কোন মুসলমানের সত্তাকে দুনিয়ায় বেকার এবং অনর্থক সৃষ্টি করা হয়নি। বরং তার জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত কর্ম ও কর্তব্যের সংগে সংযুক্ত। কর্ম ও প্রচেষ্টার জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। অল্পে সন্তুষ্টি এবং আল্লাহ্‌র প্রতি নির্ভরশীলতার অর্থ এ নয় যে হাত পা গুটিয়ে বসে থাকা এবং নিজের বোঝা অন্যের উপর চাপিয়ে দেয়া। নিশ্চয়ই আল্লাহর উপর ভরসা করা আমাদের প্রধান কর্তব্য। কিন্তু রিযিক হাসিল করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রচেষ্টা নিতান্তই জরুরী বিষয়।

আমি বনু-সায়াদ গোত্রের এক স্ত্রীলোককে 'চাক্কী' পিষতে দেখেছি এবং সাথে সাথে এই দোয়া করতে শুনেছি. "আল্লাহুম্মা আরজুকনা।" "হে আল্লাহ, আমাদেরকে রিযিক দাও।" আমি এ তাওয়াক্কুল ও প্রচেষ্টা দেখে নিতান্তই খুশী হয়েছি।

হে আল্লাহ্‌র বান্দাগণ! তোমাদের রব ইরশাদ করেন : "হে বনি আদম, আমি তোমাদেরকে দুনিয়াতে ক্ষমতা প্রদান করেছি। এতে তোমাদের জন্য জীবিকাও দিয়েছি। কিন্তু তোমরা খুব অল্পই শোকর আদায়কারী। এতে এ ইশারা রয়েছে যে সম্ভাব্য উপায়ে রিযিক হাসিল

করার জন্য প্রচেষ্টার সাথে সাথে তার পরিপূর্ণতার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করা বান্দার উচিত।

আমি তোমাদেরকে অবহিত করছি যে, দুনিয়ায় যত পয়গম্বর এসেছেন তাঁদের সবাই রিযিক হাসিলের জন্য চেষ্টা-সাধনা করতেন এবং নিজেদের বোঝা অন্যের উপর চাপিয়ে দিতেন না। অতএব তোমরাও রুযী হাসিলের জন্য কোশেশ কর। মেহনত-মজদুরী করা এবং লাকড়ীর বোঝা নিজের মাথায় উঠানো অন্যের কাছে সওয়াল করার চেয়ে উত্তম। যার জীবিকা উপার্জনের সামর্থ রয়েছে, অন্যের কাছে চাওয়া তার জন্য খুবই অসম্মানজনক। সে দুনিয়াতেও লাঞ্ছিত এবং শেষ বিচারের দিনও তাকে এমন অবস্থায় হাযির করা হবে যে তার চেহারায় গোশ্‌ত থাকবে না। আমি পরিষ্কারভাবে তোমাদের বলছি, যার কাছে একদিনের খাদ্যও মওজুদ রয়েছে তার জন্য সওয়াল করা অবশ্যই হারাম। আমি জানি, কোন কোন সংসার ত্যাগী ভিক্ষাবৃত্তিকে জায়েজ বলে কিন্তু ইসলাম হাত-পা গুটিয়ে বসা এবং ভিক্ষাবৃত্তি ইখতিয়ার করাকে কঠোর ভাবে নিষিদ্ধ করেছে। ইসলাম আমাদের হুকুম করেছে যে, দুনিয়ায় ছড়িয়ে যাও এবং আল্লাহ্‌র করুণা তালাশ কর। যে ভিক্ষাবৃত্তি থেকে বাঁচবে, নিজের পরিবার-পরিজনের পরওয়ারিশ করা ও প্রতিবেশীর সাহায্য-সহযোগিতা করার জন্য হালাল উপায়ে জীবিকা হাসিল করবে সে কিয়ামতের দিন পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় উজ্জ্বল চেহারা নিয়ে আল্লাহ্‌র দরবারে হাযির হবে। দুনিয়াতেও তার জন্য সম্মান ও প্রতিপত্তি রয়েছে।

হে মুসলমান! এ কথা স্মরণ রাখ, তোমরা যদি রিযিকের সন্ধানে মশগুল থাক এবং রোযগার হাসিলের জন্য চেষ্টা করতে থাক তা হলে দুনিয়াতে তোমাদের শ্রেষ্ঠত্ব কায়েম হবে এবং আখেরাতেও তোমরা মহান প্রতিদান লাভ করবে। কে বলে ইসলাম রিযিক হাসিলের কোশেশকে উত্তম মনে করে না এবং পার্থিব উন্নতির সাথে কোন সম্পর্ক রাখে না? এ এক অপবাদ। যাঁর হাতে আমার জীবন রয়েছে তাঁর শপথ, সংসার ত্যাগ করাকে ইসলাম কখনও জায়েয বলে না এবং হাত-পা গুটিয়ে বসার তালিম দেয় না বরং মানুষকে মেহনত করার জন্য উদ্বুদ্ধ করে। ইসলামের শিক্ষা হল—দুনিয়ার জিন্দেগীর জন্য সংগ্রাম কর এবং অন্যের উপর নির্ভরশীল হয়ো না।

হে মানুষ! অবৈধ উপায়ে একে অন্যের মাল হাসিল করো না। নিজেদের প্রাণ ধ্বংসের মধ্যে ফেলো না। বরং নিজেদের জীবিকা হাসিলের জন্য খুব বেশী কোশেশ কর এবং আল্লাহ্‌র গযবকে ভয় কর। আমি মনে করি, রিযিক হাসিলের উপায়-উপকরণের মধ্যে তিযারত সবচেয়ে উত্তম। তাই যার সামর্থ রয়েছে সে যেন তা ইখতিয়ার করে। কিয়ামতের দিন সৎ ও আমানতদার তাযির (ব্যবসায়ী)-কে নবী-সিদ্দিক এবং শহীদদের সাথে উঠানো হবে। তাই প্রত্যেক ব্যবসায়ীকে সত্যবাদী এবং আমানতদার হওয়া উচিত। মানুষের আহারযোগ্য সর্বোত্তম হালাল রুযী হল তার পরিশ্রম-লব্ধ রোযগার এবং সেই তিযারত যাতে মিথ্যা এবং ধোঁকাবাজী শামিল নেই। যতদূর সম্ভব তিযারত কর এজন্য যে তাতে বরকত রয়েছে।

আল্লাহ্ তা'আলা তার উপর রহম করেন, যে বেচা-কেনা এবং টাকা-পয়সা আদায়ের ব্যাপারে নম্রতা অবলম্বন করে। তিযারতের জন্য তোমরা যে ঋণ গ্রহণ কর যথাসম্ভব ওয়াদা মোতাবেক তা ফিরিয়ে দাও। তাতে পারস্পরিক বিশ্বাস বৃদ্ধি পায়। মনে রেখো, আমানত রিযিক দান করে এবং খিয়ানত দারিদ্র্য সৃষ্টি করে। আমি তোমাদেরকে হুঁশিয়ার করছি, যার আমানত নেই তার ঈমান নেই। যার প্রতিশ্রুতি মজবুত নয় তার দ্বীন নেই। যাঁর হাতে আমার জীবন তাঁর শপথ, কোন মানুষের ঈমান সঠিক হতে পারবে না যতক্ষণ না সে সৎ ও বিশ্বাসী হয়। আমি তোমাদেরকে হেদায়েত করছি যে, তোমরা কোন ব্যক্তির অধিক সালাত আদায় ও অধিক সীয়াম পালন করা দেখে ভুল কর না বরং লক্ষ্য কর, সে যখন কথা বলে সত্য বলে কিনা এবং তার কাছে রাখা আমানত বিশ্বস্ততার সাথে ফিরিয়ে দেয় কিনা এবং নিজের পরিবার-পরিজনের জন্য হালাল উপায়ে রোযগার করে কিনা। যদি সে আমানতদার ও সত্যবাদী হয় এবং হালাল উপায়ে রিযিক হাসিল করে তা হলে নিশ্চয়ই সে কামেল মোমেন।

আস্‌সালামু আলাইকুম।

মসজিদে কুবায়

আল্লাহ্ তা'আলার তসবীহ ও তকদীসের পর:

হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে অবহিত করছি যে, হক সুবহানাহু-তা'আলা আমাকে উন্নত নৈতিক চরিত্রের পরিপূর্ণতা বিধানের জন্য পাঠিয়েছেন। অর্থাৎ আমি এসেছি শুধুমাত্র উত্তম চরিত্র পরিপূর্ণ করার জন্য। তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছি, উত্তম নৈতিক চরিত্র অবলম্বন কর। মনে রেখো, তোমাদের মধ্যে আমি তাকে বেশী মহব্বত করি যে উত্তম চরিত্রের অধিকারী। আমার দৃষ্টিতে তোমাদের মধ্যে তারা উত্তম যারা পূতপবিত্র চরিত্রের মালিক। মন্দ চরিত্র আমলকে এমনভাবে বরবাদ করে যেভাবে শিরকা মধুকে। যার চরিত্র পূতপবিত্র তার মর্যাদা রাত জেগে ইবাদতকারী ও দিনের বেলা সীয়াম পালনকারীর সমান। অর্থাৎ সে ঐ সব সাধনাকারীর ন্যায় যারা রাত্রিকালে সালাতে মশগুল থাকে এবং দিনের বেলা সীয়াম পালন করে। তোমরা কি জানো, উন্নত নৈতিক চরিত্র কাকে বলে? স্মরণ রাখ, প্রত্যেকের সংগে মহব্বতের সাথে মেলামেশা করা, অহংকার না করা, অধিক সময় চুপ থাকা, আল্লাহ্কে খুব বেশী স্মরণ করা, বেহুদা কথাবার্তা অপছন্দ করা, ন্যায়-ইনসাফের ক্ষেত্রে আপন-পর সাধারণ-অসাধারণ, উচ্চ-নীচের ভেদাভেদ না করা, গরীব-মিছকিনকে তুচ্ছ জ্ঞান না করা, যাহেলদের কার্যকলাপে ধৈর্যধারণ করা, খাদিমদের সাথে উত্তম ব্যবহার করা এবং গরীব আত্মীয় স্বজনের প্রতি দয়া করা হচ্ছে উন্নত চরিত্র। আর এসব গুণে যে ভূষিত সে সম্মানের যোগ্য এবং আমি দৃঢ়তার সাথে বলছি, আমলের নিক্তিতে উত্তম

নৈতিকতার চেয়ে বেশী ওজন অন্য কোন কিছুতে নেই। অতএব তোমরা উত্তম নৈতিক চরিত্র অবলম্বন কর।

হে উপস্থিত জনমণ্ডলী! তোমাদের মধ্যে যে কেউ সৎ চরিত্রের তালিম দেবে সে এ পরিমাণ সওয়াব হাসিল করবে যে পরিমাণ সওয়াব হাসিল করবে তার কথায় হেদায়েত প্রাপ্ত ব্যক্তিরা। অসৎ চরিত্রের তালিম যে দেবে সে এত পাপ করবে যত পাপ তার কথায় অসৎ ব্যক্তিদের হবে।

আমি তোমাদেরকে অবহিত করছি, যে দীর্ঘায়ু এবং সৎ চরিত্রের অধিকারী সে উত্তম ব্যক্তি, যে দীর্ঘায়ু অথচ অসৎ চরিত্রের অধিকারী সে সবচেয়ে অধম। আমি তোমাদেরকে নসিহত করছি যে, তোমরা পরস্পর উত্তম ব্যবহার কর। একে অন্যের সাথে শত্রুতা করো না, পরস্পর হিংসা পোষণ করো না। কোন মুসলমানের জন্য উচিত নয় যে, অপর মুসলমানের প্রতি তিন দিনের বেশী মনোকষ্ট পোষণ করবে। অর্থাৎ ঘটনাক্রমে বিবাদ হলে তিন দিনের মধ্যে তা নিষ্পত্তি করে ফেলা উচিত। যে মুসলমান ভাই-এর সাথে এক বছরের মধ্যে বিবাদ নিষ্পত্তি করেনি সে যেন খুনের অপরাধে অপরাধী। যখন তোমার ভাই বিপদগ্রস্ত হয় তখন তাকে সাহায্য কর। যখন পীড়িত হয় তখন তাকে দেখতে যাও এবং তাকে সান্ত্বনা দান কর। কেউ অপরাধ করে থাকলে তাকে মাফ করে দাও। কিন্তু আল্লাহর আইন যারি করার ক্ষেত্রে ন্যায়-ইনসাফ ত্যাগ করো না। ধৈর্য ও সহনশীলতা উত্তম চরিত্র। গোমরাহী ও যুলুমের মোকাবিলা করতে কখনও অক্ষমতা প্রকাশ করো না। বদান্যতা ও আত্মত্যাগ অত্যাবশ্যক। অপব্যয় পরিহার কর। সাহসিকতা ও বাহাদুরী উত্তম অলংকার। কিন্তু মযলুম ও বিজিতের জন্য সম্পূর্ণ ভাবে মেহেরবান ও দয়াশীল হয়ে যাও। পরিবার-পরিজনের সাথে উত্তম ব্যবহার কর। কেউ তোমার সাথে মুলাকাত করতে আসলে তার সম্মান কর, তার সাথে অন্যায় ব্যবহার করো না। আল্লাহ রব্বুল আলামীন তোমাদের ধন-দওলত দিয়ে থাকলে তোমরা গর্বিত হয়ো না। এতিম, অসহায়, বিধবা, গরীব ও অক্ষম ব্যক্তিদের সাহায্য কর। যার উপর যুলুম করা হয় তার সহায়তা কর।

হে উপস্থিত জনমণ্ডলী! তোমরা কি জান দুষ্কর্ম ও মন্দ চরিত্র কি? মনে রেখো, কারো সাথে মন্দ ব্যবহার করা, অহংকার করা, গরীবদের

তুচ্ছ মনে করা, খাদিমদের উপর অত্যাচার করা, প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়া, পার্থিব কাজে নিজের সত্তার শ্রেষ্ঠত্ব দান করা, পরিবার-পরিজনের সাথে কঠোরতা অবলম্বন করা, রোগীর দেখাশুনা না করা, বন্ধুদের মধ্যে শত্রুতার সৃষ্টি করা, আমানতের খেয়ানত করা, মিথ্যা বলা, ধোঁকা দেয়া, ছল-চাতুরী অবলম্বন করা, কারো অধিক প্রশংসা করা, নির্লজ্জ কাজে মশগুল থাকা, ইনসাফের ক্ষেত্রে আপন-পর এবং উচ্চ-নীচের ভেদাভেদ করা, অন্যের মুসিবতে খুশী হওয়া, মযলুমের সাহায্য না করা, বড়দের সাথে কর্কশ ব্যবহার করা, ওয়াদা খেলাফ করা, কারো অপবাদ দেয়া, মেহমানের বেইজ্জতি করা, কারো দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করা, অন্যের উন্নতিতে হিংসা পোষণ করা, এতিম, গরীব ও অসহায়দের তুচ্ছ জ্ঞান করা এবং তাদের সাহায্য না করা, বাকহীন পশু থেকে তাদের শক্তির উর্ধে কাজ নেয়া, বেহুদা খরচ করা, অপ্রয়োজনীয় কথা বলা, দিলের মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করা—এসবই দুশ্চরিত্রের অন্তর্ভুক্ত। অতএব তোমরা এসব থেকে দূরে থাক।

আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

আল্লাহ্‌র হাম্‌দ ও সানা বর্ণনা করার পর :

হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছি যে, তোমরা আল্লাহ্‌ তা'আলার এবং তাঁর বান্দাদের হক আদায় কর। তোমরা কি জান, বান্দার হক কি? স্মরণ রেখো, প্রত্যেক মুসলমানের চারটি হক রয়েছে : অসুস্থ হলে তার শুশ্রূষা করা, বিপদে তার সাহায্য করা, মৃত্যু হলে তার দাফন-কাফনে শরীক হওয়া ও সাহায্য চাইলে সাহায্য দান করা। যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ, কোন লোক ততক্ষণ পর্যন্ত মুসলমান হতে পারে না যতক্ষণ না সে তার নিজের জন্য যা পছন্দ করে তার ভাই-এর জন্যও তাই-ই পছন্দ করে।

হে মুসলমানগণ! যতদূর সম্ভব নিজের ভাইদের সাহায্য কর। একে অপরের উপর যুলুম করো না। অপরের মাল অবৈধভাবে আত্মসমাৎ করো না, একে অপরের অসম্মান করো না। মনে রেখো, যার সন্তান জন্মলাভ করবে তার উচিত হবে সন্তানের ভাল নামকরণ করা, তার তালিম-তরবিয়াতের জন্য প্রচেষ্টা করা এবং সাবালক হলে তার শাদীর ব্যবস্থা করা এবং কোন রুসুম-রেওয়াজের খাতিরে শাদী-দানে বিলম্ব না করা। কেননা অবিবাহিত অবস্থায় বালেগ ব্যক্তি কোন গুনাহ্‌ করলে তার জিম্মাদারী পিতার হবে। সন্তানকে আদব বুদ্ধি-বিবেচনা এবং আচার-আচরণ শিক্ষা দেয়া জীবনের গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্যের অন্যতম।

হে মুসলমানগণ! তোমাদের সন্তানদেরকে সাত বছর বয়সে সালাতের তাগিদ কর এবং দশ বছর বয়সে কঠোর শাসন কর এজন্য যে, সালাত এক মহান ইবাদত। যে ব্যক্তি আন্তরিকতার সাথে সালাত আদায় করে তার রূহ আলোকোজ্জ্বল হয়। সে আল্লাহ্‌র খাতিরে আল্লাহ্ ব্যতীত যাবতীয় সম্পর্ক পরিত্যাগ করে। নিজের সম্পূর্ণ শক্তি সহকারে আল্লাহ্‌র পছন্দনীয় কাজে মশগুল হয়ে যায়। নিজের মাল মিসকিন ও অসহায়দের জন্য ব্যয় করে। মুসিবতকালে সবর ও দৃঢ়তা প্রদর্শন করে এবং সুখের সময় আল্লাহ্‌র শোকর আদায় করে।

হে উপস্থিত জনমণ্ডলী! তোমাদের রব বলেনঃ প্রতিবেশীর সাথে উত্তম ব্যবহার কর এবং তাদেরকে কষ্ট দিও না। যে প্রতিবেশী-দের কষ্ট দেয় তার জন্য লাঞ্ছনাকারী আযাব রয়েছে। এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে, যার অনিষ্ট থেকে প্রতিবেশীরা নিরাপদ নয় সে জান্নাতে দাখিল হতে পারবে না। সে মু'মিন নয় যে তৃপ্তির সাথে আহার করে অথচ তার প্রতিবেশী উপস থাকে। প্রতিবেশীদের মধ্যে নিকটতম গৃহের লোক তোমার সাহায্য পাওয়ার অধিক হকদার। তোমরা কি জান, প্রতিবেশীর সীমা কতদূর? মনে রেখো, চল্লিশ ঘর সামনে, চল্লিশ ঘর পেছনে, চল্লিশ ঘর ডানে ও চল্লিশ ঘর বামে যারা আছে সবাই প্রতিবেশীর অন্তর্ভুক্ত। তোমার প্রতিবেশী ভুখা রয়েছে জানতে পারলে তাকে তোমার নিজের খাবার থেকে কিছু দাও। তোমার ঘরে সুরুয়া রান্না হলে তাতে পানি বেশী করে দাও এবং তা প্রতিবেশীদের মধ্যে বণ্টন কর। যে ব্যক্তি সারা দিন সালাত আদায় করে ও সিয়াম পালন করে এবং সারারাত ইবাদত করে অথচ তার চরিত্র উত্তম নয় এবং তার প্রতিবেশী তার অনিষ্ট থেকে নিরাপদ নয় সে ব্যক্তি দোযখী হবে। যে ইবাদত করে, উন্নত চরিত্রের অধিকারী এবং তার প্রতিবেশী তার অনিষ্ট থেকে মুক্ত সে অবশ্যই জান্নাতী হবে।

হে উপস্থিত জনতা! সন্তানের উপর মা-বাপের হক রয়েছে। তোমাদের রব বলেনঃ আমি ছাড়া কারো ইবাদত করো না, মাতা-পিতার সাথে সুন্দর ব্যবহার কর, তাঁরা বৃদ্ধ হলে তাঁদের সামনে 'উহ্' পর্যন্ত বলো না; তাঁদের সাথে কঠোর ভাষায় কথা বলো না, আদবের সাথে আস্তে আস্তে কথা বল; তাদের জন্য দোয়া করঃ হে রব, তাঁরা যে

ভাবে আমাকে লালন-পালন করেছেন এবং আমার উপর রহম করেছেন ঠিক সেভাবে তুমিও তাঁদের উপর রহম কর।

হে মানুষ! মাতা-পিতার আনুগত্য করা এবং তাদেরকে আরাম দেয়ার চেষ্টা করা আল্লাহ্‌র নিকট প্রিয়তম আমল। আমি তোমাদেরকে অবহিত করছি, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি বাপের সন্তুষ্টির সাথে এবং আল্লাহ্‌র ক্রোধ বাপের ক্রোধের সাথে জড়িত। উদ্দেশ্য হলো ঃ মাতা-পিতা সন্তুষ্ট হলে আল্লাহ্‌ও সন্তুষ্ট এবং তাঁরা অসন্তুষ্ট হলে আল্লাহ্‌ও অসন্তুষ্ট। আমার খুব স্মরণ রয়েছে যে, একবার দামেস্কের এক নওজোয়ান আমার কাছে এসেছিল। সে বলল, 'হিযরত করার জন্য আপনার কাছে বায়েত করতে এসেছি অথচ আমার পিতা-মাতাকে অশ্রু-প্লাবিত অবস্থায় রেখে এসেছি। আমি তাকে বললাম, তোমার জন্য এটাই হিযরত। কেননা মাতা-পিতার মনের সন্তুষ্টি বিধান মহান পুরস্কারের যোগ্য। যে মাতা-পিতার সাথে উত্তম ব্যবহার করে তার জন্য দুনিয়া ও আখেরাতেও উত্তম ব্যবহার রয়েছে। যে পিতা-মাতার সাথে মন্দ ব্যবহার করে তার জন্য দুনিয়া ও আখেরাতেও মন্দ ব্যবহার রয়েছে। আমি পুনরায় তোমাদের নসিহত করছি যে, মাতা-পিতার সম্মান কর এবং তাদের খেদমত কর।

আস্‌সালামু আলাইকুম।

আইয়ুব আনসারীর (রাঃ) বাসভবনে দ্বিতীয় ভাষণ

আল্লাহ্‌র তসবীহ ও পবিত্রতা বর্ণনার পর :

হে মানুষ! তোমাদের রব বলেন : নিজের সম্পদ নেক কাজে ব্যয় কর এবং নিজেদেরকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করো না। অর্থাৎ দান-খয়রাত করে অন্যের দয়া প্রদর্শন করা হয়েছে এ কথা বলে দান বরবাদ করো না। মনে রেখো, যে মংগলজনক কাজ তুমি করবে আল্লাহ্-তা'আলা তা' জানেন। যে তার বিষয়-সম্পত্তি আল্লাহ্‌র রাস্তায় ব্যয় করে তার জন্য তার রবের কাছে মহান প্রতিদান রয়েছে। সে নেকী থেকে বঞ্চিত হবে না। তার জন্য কোন ভয়-ভীতি নেই এবং সে চিন্তিতও হবে না।

হে উপস্থিত জনমণ্ডলী! তোমরা কি মনে কর আল্লাহ্ তোমাদের মুখাপেক্ষী? কখনও নয়। তিনি অভাবহীন এবং বেনিয়ায। তোমর যা উপার্জন কর তা তোমাদের ফায়দার জন্য। যে নিজের মাল অপরকে দেখানোর জন্য ব্যয় করে সে হতভাগ্য। সে কিয়ামতের দিনের উপর বিশ্বাসী নয়। আমি তোমাদেরকে অবহিত করছি যে, দানশীল এবং ত্যাগী মানুষ হক সুবহানাহু তা'আলার নিকটবর্তী, জান্নাতের নিকটবর্তী ও জাহান্নাম থেকে দূরে অবস্থান করছে। স্বার্থপর ও বখিল ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলা থেকে দূরে, জান্নাত থেকে দূরে ও জাহান্নামের নিকটবর্তী।

হে উপস্থিত জনতা! আমি যা জানি এবং দেখি তোমরা তা দেখ না এবং জান না। মনে রেখো, প্রত্যেক দিন ভোর বেলা দুজন ফেরেশত

নাযিল হন। একজন বলেন, হে আল্লাহ্! দানশীল এবং ত্যাগী মানুষের সম্পদে বরকত দান কর ও অপরজন বলেন, হে মহাপবিত্র আল্লাহ্! স্বার্থপর এবং বখিলের সম্পত্তি বিনষ্ট কর। এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে, মানুষের জীবনের আমল এবং কর্তব্য কাজের মধ্যে (ত্যাগ ও সৎপথে ব্যয় করা) উত্তম আমল। যে সত্তার হাতে আমার প্রাণ, তাঁর নামে শপথ করছি যে, ওহোদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ আমার কাছে থাকলেও তা তিন রাতের মধ্যে খরচ হয়ে গেলে আমি খুব খুশী হবো এবং চাইব যে আমার হাতে কিছুই যেন অবশিষ্ট না থাকে। আমি জানি, ধন সম্পত্তি ব্যয় করা মানুষের জন্য লাভজনক এবং সঞ্চিত করে রাখা অত্যন্ত ক্ষতিকর। কিন্তু প্রয়োজন বোধে সঞ্চিত করে রাখা নিন্দনীয় নয়। আল্লাহ্‌র রাস্তায় তাদের জন্য প্রথম ব্যয় করা শুরু কর যাদের ভরণ-পোষণ তোমাদের কর্তব্য। আমি সুস্পষ্ট ভাবে বলতে চাই, আল্লাহ্‌র রাস্তায় তোমরা যে অর্থ-সম্পদ ব্যয় কর তা কখনও বৃথা যায় না বরং তা তোমাদের সম্পদ বৃদ্ধি করে যদিও তোমরা তা উপলব্ধি করতে পার না। দুনিয়ার ফায়দা ব্যতীত আখেরাতের সওয়াবও তাতে রয়েছে। আখেরাতে বিশ্বাসীদের জন্যই হেদায়েত।

হে মানুষ! এ দুনিয়া পরীক্ষা ক্ষেত্র এবং কর্মস্থলও বটে। তোমরা যেরূপ কাজ করবে সেরূপ ফল লাভ করবে। যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে তাদের জন্য ইজ্জত ও শান্তি। যাদের আনুগত্যের মস্তক আল্লাহর হুজুরে অবনত, যাদের জীবনের অধিকাংশ সময় আল্লাহ্‌র ইবাদতে নিয়োজিত এবং যারা নিজের প্রয়োজনের চেয়ে মুসলমান ভাইদের প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দান করে তাদের মত নেক লোককে মহাপবিত্র আল্লাহ্ কঠিন অবস্থা ও ব্যর্থতার মধ্যেও খুশী ও আনন্দিত রাখেন; ধ্বংস ও দুর্যোগের মধ্যেও চিন্তিত ও নিরাশ হতে দেন না। যে স্বার্থপর ও আত্মকেন্দ্রিক সে আসমানী বরকত থেকে বঞ্চিত। তার সুনিশ্চিত হওয়া দরকার যে তার ঈমান অসম্পূর্ণ এবং সে অনন্ত সৌভাগ্যের অধিকারী নয়।

হে উপস্থিত জনতা! যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় নিজের মাল খরচ করে বা নিজের প্রাণ উৎসর্গ করে সে কোন অবস্থাতেই লোকসানের মধ্যে থাকে না। সে প্রেমিকের স্থান হাসিল করে এবং তার মর্যাদা উন্নীত হয়। কেননা আল্লাহ্‌র মহব্বতে নিজেকে বিলীন করে দেয়া

বা তাঁর কালেমা সমুন্নত করার জন্য নিজের প্রাণকে মৃত্যুর হাতে সঁপে দেয়া সবচেয়ে উত্তম কাজ। এসব কিছু কঠিন কাজ নয়। দুনিয়াতে এমন লোক রয়েছে যারা প্রমাণ করেছে, মানুষ হিম্মত করলে কি না করতে পারে! আত্মত্যাগ ও কোরবানী করার মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে যথেষ্ট কষ্ট স্বীকার করতে হয়। কিন্তু এ কষ্টের মধ্যে আরাম নিহিত। বিপদে পতিত হলে বা যে কোন রকম দুর্যোগের সম্মুখীন হলে ঈমানদারদের ধৈর্য ধারণ করা উচিত। এটাও ত্যাগ। অতীতের সকল উম্মতকেই পরীক্ষা করা হয়েছে। আল্লাহর কানুন হল তিনি ঈমানদারদের বিভিন্নভাবে পরীক্ষা করেন। কখনও ভয়-ভীতি, কখনও উপবাস, কখনও মালের লোকসান, কখনও বা প্রাণের ক্ষতির দ্বারা পরীক্ষা করে থাকেন। যখন বান্দা এসব পরীক্ষায় পুরা-পুরি উত্তীর্ণ হয় তখন তার মর্যাদা উন্নীত হয়। এটা সম্পূর্ণ সত্য যে, পরীক্ষায় তারাই কৃতকার্য হয় যারা ত্যাগী এবং ব্যর্থ তারা হয় যারা স্বার্থবাদী এবং আল্লাহ তাদের জন্য আযাব তৈরী করে রেখেছেন। মুসাফিরদের সাহায্য করা, মিসকিন, এতিম ও অক্ষমদের সাহায্য করা এবং প্রয়োজনে প্রতিবেশীদের সাহায্য করাও ইসার (আত্মত্যাগ) ও ইনফাকের (সৎকর্মে ব্যয়) অন্তর্গত।

হে মুসলমানগণ! আমি তোমাদেরকে হেদায়েত করছি যে, তোমরা ত্যাগের মনোভাব ইখতিয়ার কর এবং স্বার্থপরতা থেকে নিজেদেরকে মুক্ত রাখ। স্বার্থপরতা পূর্ববর্তী কওমদের বরবাদ করেছে। একথা স্মরণ রাখ যে, ঈমান ও আত্মত্যাগ এ কওমের সর্বপ্রথম মংগল এবং স্বার্থপরতা ও দয়াহীনতা সর্বপ্রথম অমংগল।

আসসালামু আলাইকুম।

মদীনা-মুনাওয়ারায়

আল্লাহ্‌র হাম্‌দ ও সানার পর :

হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে হেদায়েত করছি যে নিজের আমলকে ধোঁকা, প্রবঞ্চনা ও রিয়া থেকে বাঁচিয়ে রাখ। মনে রেখো, হক সুবহানাহু তা'আলা এমন আমল কবুল করে থাকেন যার মধ্যে সততা নিহিত থাকে। যে কাজ ধোঁকা ও শঠতার দ্বারা করা হয় তা কবুল করা হয় না। এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে, হক সুবহানাহু-তা'আলা তোমাদের চেহারা ও বিষয়-সম্পত্তির দিকে নজর দেন না। তিনি তোমাদের দিল এবং তোমাদের কাজ দেখে থাকেন। অতএব রিয়া থেকে বাঁচো। যারা দিলের সততা ও ইখলাসের সাথে কাজ করে তারা সত্যবাদী ও খাঁটি। আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে কিয়ামতের দিন নবী, সিদ্দীক ও শহীদদের সাথে উঠাবেন। তারা কামীয়াব হবে, দুনিয়াতে তাঁদের বেঁচে থাকাটা রহমতের কারণ হবে এবং তারা হবে হেদায়েতের চেরাগ স্বরূপ। তাদের কারণে অনেক ফেৎনা দূর হয় এবং আল্লাহর ফেরেশতা তাদের তাযিম ও তকরিম করে থাকেন।

হে উপস্থিত জনতা! তোমরা যদি আখেরাতের প্রতি বিশ্বাসী হও, তাহলে আমি তোমাদেরকে হেদায়েত করছি যে, রিয়ার দ্বারা তোমাদের আমলকে বরবাদ করো না। তোমাদের সর্বশক্তি সহকারে আল্লাহর হুযুরে আত্মসমর্পণ কর। মহাপবিত্র, দানশীল আল্লাহ্ তোমাদেরকে দুনিয়া এবং আখেরাত উভয় স্থানের মংগল দান করতে

সক্ষম। আমি তোমাদেরকে হুঁশিয়ার করছি যে, তোমাদের রব বলেন ঃ যারা নিজের ধন-সম্পত্তি অন্যকে দেখানোর জন্য ব্যয় করে এবং আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাস করে না তাদের পরিণতি হল অবমাননা ও লাঞ্ছনা, লজ্জা ও ব্যর্থতার শিকার হওয়া। সকল দিক থেকে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সফলতা তাদের ভাগ্যে কখনও আসবে না। রিয়াকারী মুমিন নয়। তাদের পরিচয়—যখন তাদেরকে প্রাণ দানের জন্য, জীবন ও তার স্বাদ ত্যাগের জন্য আহবান করা হয় তখন তারা আত্মগোপন করে এবং সত্যের সমর্থন করে না। সত্য ও ইখলাসের প্রতি তারা ঘৃণা পোষণকারী, তারা প্রতিটি মুহূর্তে শত্রুতা ও আল্লাহ-দ্রোহিতায় মগ্ন থাকে এবং অপরকেও পাপের পরামর্শ দেয়।

আমি স্পষ্টভাবে বলছি যে, হক সুবহানাহু তা'আলার সাথে কাকেও অংশীদার করা শির্ক্। ধোঁকা, প্রবঞ্চনা এবং রিয়ার সাথে ইবাদত করা ছোট শির্ক্। যখন হক সুবহানাহু তা'আলা কিয়ামতের দিন কর্মের প্রতিদান স্বরূপ পুরস্কার ও আযাব দান করবেন তখন যারা রিয়ার সাথে ইবাদত করেছে তাদেরকে বলা হবে ঃ যাদের দেখানোর জন্য ইবাদত করতে, তাদের কাছ থেকে পুণ্য ও প্রতিদান লাভ কর। অতঃপর আমল তার মুখের উপর নিক্ষেপ করা হবে। যার হাতে আমার জীবন তার নামে কসম করছি, যারা রিয়াকারী তারা কখনও দুনিয়াতে কামিয়াব হবে না এবং আখেরাতেও তাদের জন্য কোন অংশ থাকবে না। যে খাঁটি সে আল্লাহর রহমতের নিকটবর্তী ও আল্লাহর মখলুকের কাছে সম্মানিত এবং সে আখেরাতেও কামিয়াব হবে। এ সব পবিত্র সত্তার পরিচয় হল যে আল্লাহ্ তা'আলার জন্য তারা অন্যসব সম্পর্ক ছিন্ন করে এবং নিজের সার্বিক শক্তি স্রষ্টার সন্তুষ্টির কাজে ব্যয় করে। প্রত্যেক মুহূর্তে তারা তাদের পারোয়ারদিগারের আনুগত্য করার জন্য তৈরী থাকে। তাদের যাবতীয় কাজ যথা—ক্ষুধার্তদের খাদ্যদান, গরীব-মিসকিনদের সাহায্য করা এবং সংগ্রাম সাধনা করা প্রভৃতির বুনিয়াদ হল ইখলাস। তারা প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্যে আল্লাহ্র অনুগত। যাবতীয় শক্তির দ্বারা আল্লাহ্র বাণী সমুন্নত করা এবং তাঁর দিকে মানুষকে আহবান করার কাজে যাবতীয় শক্তি ব্যয় করা তাদের স্বভাব। হকের তবলীগ এবং প্রচার তাদের লক্ষ্য। তারা তাদের রবের হুকুম বর্ণনাকারী এবং তাঁর

মহাপবিত্র আদেশাবলীর প্রচারকারী। তাদের দাওয়াত ও তবলীগ দুনিয়ার সংশোধন ও কল্যাণের উৎস। সর্বাবস্থায় তারা সত্যের সাহায্যকারী। এপথে কষ্ট স্বীকার করতে হলেও তারা ভগ্নহৃদয় হয় না বরং ধৈর্য ধারণ করে। কেননা তারা আল্লাহর দোস্ত ও তাঁর তাবেদার। তারা তাদের নেক কাজের পরিবর্তে সাফল্য লাভ করবে এবং কখনও ব্যর্থতার দুঃখ, পরাজয়ের গ্লানি এবং অকৃতকার্যতার লাঞ্ছনা স্পর্শ করবে না, কখনও তাদের অবমাননা করা হবে না।

হে জনতা! আমি এ উম্মতের ঐ ধরনের লোক সম্পর্কে আশংকা করি যার প্রকাশ্য বেশভূষা উত্তম হবে, মুখে হবে কুরআনের বাণী এবং সে ধৈর্য, বিনয় রহম-করম, নিষ্কলংক-নিষ্পাপ, তাকওয়া ও নির্লিপ্ততা, ভয়-ভীতি, সংকল্প ও দৃঢ়তা, ইবাদত ও সাধনার দাবীদার হবে। কিন্তু তার আমল হবে তার দাওয়াতের বিপরীত। মনে রেখো, এ ধরনের লোকই রিয়াকারী এবং আযাবের যোগ্য। তোমরা কি উপলব্ধি করেছ যে, রিয়াকারীদের পরিণতি কি? মনে রেখো, যে ব্যক্তি মানুষের কাছে প্রচার করার জন্য কোন আমল করবে আল্লাহ তার আয়েব (দোষ-ত্রুটি) মানুষের কাছে প্রকাশ করে দেবেন, তাকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করবেন। যে রিয়াকারী সে শয়তানের অনুগত। গোমরাহী তার উপর প্রভাব বিস্তার করেছে। সে আল্লাহকে ত্যাগ করে শয়তানকে নিজের অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করেছে এবং এসব সত্ত্বেও সে এমন ধারণায় লিপ্ত রয়েছে যে, 'আমি সৎপথে চলছি।' স্মরণ রাখ যে, যে আল্লাহকে ত্যাগ করে শয়তানকে নিজের দোস্ত বানিয়েছে সে অবশ্যই গোমরাহীর মধ্যে রয়েছে। কিয়ামতের দিন লাঞ্ছনা ও ব্যর্থতার দরুন তার চেহারা এমন কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করবে যেন রাতের আঁধারের এক টুকরা তার উপর নিক্ষেপ করা হয়েছে। অতএব হে মুসলমানগণ! যতদূর সম্ভব শঠতা, ধোঁকা ও রিয়া থেকে বাঁচো।

আস্‌সালামু আলাইকুম!

হোদায়বিয়ার সন্ধির আগে

হোদায়বিয়ার সন্ধি-উত্তরকালে কিঞ্চিত নিরাপদ পরিবেশ সৃষ্টির সাথে সাথে দুনিয়াবাসীর কাছে ইসলামের পয়গাম পৌঁছে দেয়ার সুযোগ এল। নবী করীম (সঃ) সাহাবায়ে কেরামদের জমায়েত করে ভাষণ দিলেন :

হে মানুষ! আল্লাহ্ আমাকে সমগ্র বিশ্বের জন্য রহমত এবং পয়গম্বর হিসেবে পাঠিয়েছেন। সাবধান, ঈসা (আঃ)-এর হাওয়ারীদের মত মতবিরোধ করো না। যাও, আমার পক্ষ থেকে পয়গামে-হক আদায় কর।

অতঃপর তিনি রোমান সম্রাট সিজার, ইরানের শাহানশাহ, মিসর অধিপতি এবং আরবের সর্দারদের কাছে পত্র প্রেরণ করেন।

মক্কা বিজয়ের পর

আল্লাহর রসূল (সঃ) বায়তুল্লাহ্ শরীফের অভ্যন্তর ভাগে ইবাদত সেরে বাইরে আগমন করলেন। অতঃপর রাহমাতুল্লিল আলামীন হত্যার যোগ্য অপরাধীদের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললেন ঃ

হে কোরায়েশগণ! আজ আল্লাহ্ তোমাদের যাহেলী গর্ব এবং বংশ-গৌরবের অহংকার ধূলিস্মাৎ করে দিয়েছেন। সত্য হচ্ছে, সকল মানুষ আদমের সন্তান এবং আদম মাটি থেকে সৃষ্ট। আল্লাহতা'আলা বলেন ঃ হে মানুষ, আমি তোমাদেরকে এক নারী ও পুরুষ থেকে পয়দা করেছি এবং পরিচয়ের জন্য গোত্র ও সম্প্রদায়ে বিভক্ত করেছি। আল্লাহর কাছে সে অধিক সম্মানিত যে অধিক আল্লাহ্ভীরু। অতঃপর বললেন, যাও, আজ তোমরা আযাদ, তোমাদের বিরুদ্ধে আজ কোন প্রতিশোধ গ্রহণ করা হবে না।

হুনায়নের যুদ্ধের পর

হুনায়নের যুদ্ধে মুসলমানগণ লাভ করেছিলেন দু হাজার যুদ্ধ-বন্দী, ২৪ হাজার উট, ৪০ হাজার ছাগল ও ৪ হাজার উকিয়া রূপা। নবী করিম (সঃ) গণিমতের মাল বিতরণ করেন। তার অধিক অংশ মক্কাবাসীরা লাভ করেন। এতে আনসারগণ দুঃখিত হয়ে অসাক্ষাতে সমালোচনা শুরু করেন।

রসূলে পাক (সঃ) এ চর্চা শুনে তাঁবু স্থাপনের আদেশ দিলেন এবং আনসারদের আহবান করে জানতে চাইলেন ব্যাপার কি? আনসারগণ বললেন, আমাদের সর্দারদের মধ্যে কেউ এরূপ বলেননি বরং যুবকরা বলেছে এবং আপনি যা শুনেছেন তা সত্য। এতে নবী করিম (সঃ) যে ভাষণ দান করেছিলেন তার নজির বাগ্মিতার ইতিহাসে বিরল। তিনি আনসারদের উদ্দেশে বলেন :

এটা কি সত্য নয় যে, তোমরা প্রথমে পথভ্রষ্ট ছিলে এবং আমার মাধ্যমে আল্লাহ তোমাদের হেদায়েত করেছেন; তোমরা বিভক্ত ও বিচ্ছিন্ন ছিলে আল্লাহ আমার মাধ্যমে তোমাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করেছেন। তোমরা অভাবগ্রস্ত ছিলে আল্লাহ আমার মাধ্যমে তোমাদেরকে ঐশ্চর্য-শালী করেছেন?

আল্লাহর নবী (সঃ) এসব প্রশ্ন করছিলেন এবং তার প্রত্যেক বাক্যের শেষে আনসারগণ জবাব দিচ্ছিলেন, আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের এহসান সবচেয়ে বেশী।

আল্লাহ্‌র রসূল বললেন ঃ না. তোমরা এ কথা বলো, "হে মুহাম্মদ (সঃ)! মানুষ যখন তোমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতো তখন আমরা তোমাকে সত্য বলেছি, লোকেরা যখন তোমাকে ত্যাগ করেছিল তখন আমরা তোমাকে আশ্রয় দিয়েছি। তুমি নিঃস্ব এসেছিলে আমরা তোমাকে সর্বোতভাবে সাহায্য করেছি। অতঃপর আল্লাহর রসূল (সঃ) বললেন, তোমরা এ জবাব দিতে থাক এবং আমি বলতে থাকব, তোমরা সত্য বলেছ।—কিন্তু হে আনসারগণ, তোমরা কি পছন্দ করো না যে, লোকেরা উট-বকরী নিক এবং তোমরা মুহাম্মদ (সঃ) কে নিয়ে ঘরে ফিরে যাও?"

আনসারগণ বে-ইখতিয়ার চীৎকার করে উঠলেন ঃ আমরা শুধু মুহাম্মদ (সঃ)-কেই চাই। অধিকাংশ লোক এত বেশী কাঁদছিলেন যে তাঁদের দাড়ি ভিজে গেল। রসূল (সঃ) বললেন ঃ মক্কার লোক নতুন মুসলমান, অধিকারের ভিত্তিতে তাদের দিইনি বরং দিয়েছি তাদের সন্তুষ্টির জন্য।

আস্‌সালামু আলাইকুম।

তাবুকে

তাবুকে সালাত আদায়ের পর নবী (সঃ) এক সংক্ষিপ্ত অথচ পরিপূর্ণ ভাষণ দান করেন। আল্লাহ্‌তা'আলার উত্তম গুণগান করার পর তিনি বলেন ঃ

১ ঃ প্রত্যেক বাণীর চেয়ে আল্লাহ্‌র বাণী সত্যতম।

২ ঃ সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য বাণী তাকওয়ার বাণী।

৩ ঃ সবচেয়ে উত্তম মিল্লাত ইবরাহিম (আঃ)-এর মিল্লাত।

৪ ঃ সবচেয়ে উত্তম তরীকা মুহাম্মদ (সঃ)-এর তরীকা।

৫ ঃ সব বাণীর চেয়ে আল্লাহ্‌র যিকির মহান।

৬ ঃ সব বাণীর চেয়ে পবিত্রতম কুরআন।

৭ ঃ সবচেয়ে উত্তম কাজ সংকল্পের দৃঢ়তা।

৮ ঃ সকল কাজের মধ্যে নিকৃষ্টতম দ্বীনের মধ্যে নতুনত্বের সৃষ্টি।

৯ ঃ সকল পথের চেয়ে নবীদের পথ সুন্দরতম।

১০ ঃ সবচেয়ে উত্তম মৃত্যু শহীদের মৃত্যু।

১১ ঃ সবচেয়ে বেশী অন্ধত্ব হেদায়েত প্রাপ্তির পর গোমরাহী।

১২ ঃ নফা দানকারী আমল সবচেয়ে উত্তম।

১৩ ঃ সবচেয়ে উত্তম রাস্তা হল যাতে লোক চলতে পারে।

১৪ ঃ সবচেয়ে নিকৃষ্ট অন্ধত্ব দিলের অন্ধত্ব।

১৫ ঃ উপরের হাত নীচের হাতের চেয়ে উত্তম।

১৬ ঃ অল্প অথচ পর্যাপ্ত সম্পদ ঐশ্বর্যের ঐ স্তূপ থেকে ভাল যা গাফলতের মধ্যে ফেলে দেয়।

১৭ : সবচেয়ে নিকৃষ্ট অক্ষমতা মৃত্যুকালের অক্ষমতা।

১৮ : সবচেয়ে নিকৃষ্ট লজ্জা কিয়ামতের দিনের লজ্জা।

১৯ : কোন কোন লোক জুম'আতে আসে কিন্তু দিল তাদের পেছনে পড়ে থাকে।

২০ : তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক মধ্যে মধ্যে আল্লাহ্‌র যিকির করে থাকে।

২১ : সব পাপের চেয়ে জঘন্যতম মিথ্যা কথা।

২২ : সবচেয়ে বেশী ঐশ্বর্য দিলের ঐশ্বর্য।

২৩ : সবচেয়ে উত্তম পাথেয় তাক্‌ওয়া।

২৪ : দিলের মধ্যে আল্লাহ-ভীতি বিজ্ঞতার মূল।

২৫ : দিলের মধ্যে যা কিছু স্থাপন করা হয় তার মধ্যে আল্লাহ্‌র প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস সর্বোত্তম।

২৬ : সন্দেহ সৃষ্টি করা কুফ্‌রীর শাখা।

২৭ : চীৎকার করে কাঁদা যাহেলী যুগের কাজ।

২৮ : চুরি করা জাহান্নামের আযাবের ইন্ধন।

২৯ : মন্দ কাজে মগ্ন হওয়া আগুনে পতিত হওয়ার সমান।

৩০ : কবিতায় শয়তানের অংশ।

৩১ : সৌভাগ্যশালী সে, যে অন্যের নসিহত অনুসরণ করে।

৩২ : প্রকৃত দুর্ভাগা সে, যে মায়ের পেট থেকেই দুর্ভাগা।

৩৩ : আমাদের পুঁজির পরিণতি উত্তম।

৩৪ : সবচেয়ে নিকৃষ্ট স্বপ্ন যা মিথ্যা।

৩৫ : যা ঘটবে তা অতিশয় নিকটবর্তী।

৩৬ : মুমিনকে গালি দেয়া ফিস্‌ক।

৩৭ : মুমিনকে হত্যা করা কুফ্‌র্‌।

৩৮ : মুমিনের গোশ্‌ত খাওয়া (গিবত করা) আল্লাহ্‌র অবাধ্যতা করা।

৩৯ : মুমিনের মাল অপর মুমিনের জন্য এরূপ হারাম যেরূপ তার খুন।

৪০ : যে আল্লাহ্‌র মুখাপেক্ষী হয় না আল্লাহ্‌ তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেন।

৪১ঃ যে অন্যের আয়েব গোপন রাখে আল্লাহ্ তার আয়েব গোপন রাখেন।

৪২ঃ যে মাফ করে তাকে মাফ করা হয়।

৪৩ঃ যে রাগ দমন করে আল্লাহ্ তাকে পুরস্কৃত করেন।

৪৪ঃ যে ক্ষতির মধ্যেও ধৈর্য ধারণ করে আল্লাহ্ তাকে পুরস্কৃত করেন।

৪৫ঃ যে চোগলখুরী করে আল্লাহ্ তাকে সর্বত্র অপমানিত করেন।

৪৬ঃ যে সবর করে আল্লাহ্ তাকে উন্নীত করেন।

৪৭ঃ যে আল্লাহর নাফরমানি করে আল্লাহ তাকে আযাব দান করেন।

অতঃপর নবী করিম (সঃ) তিন বার ইস্তেগফার করে ভাষণ শেষ করলেন।

বিদায় হজ্জ

হে জনতা! এক নিবিষ্টভাবে আমার কথা শোন। সম্ভবতঃ এবারের পর পুনরায় এ স্থানে তোমাদের সাথে মিলিত হতে পারব না। হে জনমণ্ডলী! তোমাদের রবের সাথে মিলিত না হওয়া পর্যন্ত তোমাদের একের ধন-সম্পদ ও রক্ত অন্যের কাছে আজকের দিন এবং এ মাসের মতই সম্মানিত। শীঘ্র তোমরা তোমাদের রবের সাথে মিলিত হবে এবং তিনি তোমাদের আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন। আমি তোমাদের কাছে বাণী পৌঁছে দিয়েছি।' আমানতদার যেন আমানত তার মালিককে ফিরিয়ে দেয়। সুদপ্রথা বাতিল করা হল। অবশ্য তোমরা মূলধনের অধিকারী। তোমরা কাউকে যুলুম করো না। তোমাদেরও যেন যুলুম করা না হয়। আল্লাহ্‌তা'আলা ফয়সালা করেছেন যে, সুদ চিরদিনের জন্য রহিত। সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী আললহ্‌র প্রতিনিধি হিসেবে আমি এলান করছি যে, আবদুল মুত্তালিবের পুত্র 'আব্বাসের' যাবতীয় সুদ মওকুফ করা হলো। যাহেলী যুগের যাবতীয় খুনের দাবী খতম করা হলো। সর্বপ্রথম খুনের যে দাবী (নিকটবর্তী আত্মীয় হিসেবে) আমি প্রত্যাহার করছি তা হলো রাবেয়া বিন হারিস বিন আবদুল মুত্তালিব—যাকে বনি সা'দ গোত্রের কাছে শৈশবে দুধপানকালে হোযায়েল হত্যা করেছিল। এ ঘটনার মাধ্যমে যাহেলী যুগের খুনের দাবীসমূহ প্রত্যাহারের সূচনা করছি। ইচ্ছাকৃত হত্যার জন্য কেসাস (ক্ষতিপূরণ)। লাঠি বা পাথরের আঘাতে

হত্যা ইচ্ছাকৃত হত্যার অনুরূপ এবং তার কেসাস একশত উট। সীমা অতিক্রমকারী যাহেলিয়াতের অন্তর্ভুক্ত।

অতঃপর হে জনতা! শয়তান বিলকুল নিরাশ হয়ে গিয়েছে যে তোমাদের এসব যমীনে ভবিষ্যতে কখনও তার ইবাদত করা হবে না। কিন্তু এটা সম্ভব যে নিম্নতম স্তরে তার আনুগত্য করা হবে। তোমাদের এসব আমল (গুনাহ্) সম্পর্কে—যা তোমরা ছোটখাটো মনে কর—সে নিশ্চিত। সুতরাং তোমাদের দ্বীনের ব্যাপারে সতর্ক থাক।

হে জনমণ্ডলী! বছরের মাসসমূহের যে ধারাবাহিকতা রয়েছে (স্বার্থ প্রণোদিতভাবে) তা পরিবর্তন করা কুফরীর ক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়া। এ পদক্ষেপের দরুন কাফেরদের অধিকতর গোমরাহীর মধ্যে ফেলে দেয়া হয়। কারণ তারা কোন কোন বছর তাকে হালাল এবং কোন কোন বছর হারাম করে থাকে। (এ হেরফেরের মাধ্যমে) তাদের উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ্ যে সব মাসকে সম্মানিত ঘোষণা করেছেন তার গণনা পূরণ করা।

বস্তুতঃ আল্লাহ্ যাকে হারাম করেছেন তা তারা হালাল করে এবং যা হালাল করেছেন তা তারা হারাম করে। সত্য কথা হলো, আসমান-যমীন সৃষ্টিকালে আল্লাহ বার্ষিক গণনার যে নিয়ম দান করেছিলেন, যামানা ঘুরে ফিরে এখন সেটা স্বাভাবিক পর্যায়ে ফিরে এসেছে। আল্লাহ্র কাছে মাসের সংখ্যা বারো। তার মধ্যে চারটি পবিত্র এবং সম্মানিত। যাতে তিনটি ক্রমিক (জিলকদ, জিলহজ্ব এবং মহররম) এবং চতুর্থটি রজব মাস যা জমাদিয়ুল আখের ও মাহে শাবানের মধ্যবর্তী।

অতঃপর হে জনমণ্ডলী! তোমাদের স্ত্রীদের উপর তোমাদের অধিকার এবং তোমাদের উপর তোমাদের স্ত্রীদের অধিকার রয়েছে। তাদের উপর তোমাদের অধিকার হলো তোমাদের বিছানায় তারা অন্য কাউকে শুতে দেবে না, যা তোমরা অপছন্দ কর। তাদের আরও কর্তব্য হলো যে তারা জঘন্য নির্লজ্জ কাজে লিপ্ত হবে না। অতঃপর তারা অনুরূপ করলে (শাসন করার জন্য) তাদের বিছানা আলাদা করার অনুমতি আল্লাহ্ তোমাদেরকে দিয়েছেন। এতেও তারা সংশোধিত না হলে এ পরিমাণ দৈহিক শাস্তি দাও যাতে তাদের

শরীরের উপর কোন চিহ্ন না হয়। অতঃপর সংশোধিত হয়ে গেলে নিয়ম মুতাবেক তাদের ভরণ-পোষণের অধিকার রয়েছে।

স্ত্রীদের সম্পর্কে আমি তোমাদেরকে অসিয়ত করছি যে, তাদের সাথে তোমরা উত্তম আচরণ কর। আল্লাহ্ তাদেরকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন। নিজেদের জন্য তারা কোন কিছু করতে সক্ষম নয়। আল্লাহ্‌র আমানত হিসেবে তোমরা তাদেরকে হাসিল করেছ এবং আল্লাহ্‌র বাণীর মাধ্যমেই তাদেরকে তোমাদের জন্য বৈধ করা হয়েছে।

'তোমাদের দাস। তোমাদের দাস। তাদেরকে তোমরা তা খেতে দাও যা তোমরা খাও এবং তাদেরকে তা পরিধান করতে দাও যা তোমরা পরিধান কর।

হে জনতা! আমার কথা অনুধাবন কর। আমি পয়গাম পেঁছে দিয়েছি। আমি তোমাদের কাছে এমন এক জিনিস রেখে যাচ্ছি যদি তোমরা তাকে মজবুতির সাথে ধারণ কর তাহলে তোমরা অনন্তকাল পর্যন্ত কখনও গোমরাহ হবে না। এ খুবই স্পষ্ট—তা হচ্ছে আল্লাহ্‌র কিতাব ও তাঁর নবীর সুন্নত। হে জনতা! আমার কথা শোন ও উপলব্ধি কর। এক মুসলমান অন্য মুসলমানের ভাই এবং সকল মুসলমান পরস্পর ভাই ভাই। ভাই-এর কাছ থেকে কোন কিছু তার অনুমতি ব্যতীত গ্রহণ করা কারো জন্য হালাল নয়। একে অপরের উপর যুলুম করো না।

হে আল্লাহ্। আমি কি তোমার বাণী পেঁছে দিয়েছি?

জনমণ্ডলী জবাব দিল: হে আল্লাহ্! নিশ্চয়ই (তোমার রসূল তোমার বাণী পেঁছে দিয়েছেন)।

রসূল বললেন: হে আল্লাহ্! তুমি স্বয়ং সাক্ষী থাকো।

রসূল বললেন: তোমরা কি জানো এটা কোন্ মাস?

জনতা জবাব দিল: মাহে-হারাম (পবিত্র মাস)।

রসূল বললেন: তোমাদের রবের সাথে মুলাকাত না হওয়া পর্যন্ত তোমাদের রক্ত ও ধন-সম্পদ এ পবিত্র মাসের সম্মানের মতো সম্মানিত করা হয়েছে।

তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন: হে জনতা, এটা কোন্ মাস?

জনমণ্ডলী জবাব দিল: এটা পবিত্র মাস।

নবী বললেন: তোমরা তোমাদের রবের সাথে সাক্ষাৎ না করা পর্যন্ত তোমাদের মকদ্দস মাহিনার মতো তোমাদের রক্ত ও ধন-সম্পদ

সম্মানিত করা হয়েছে। অতঃপর জিজ্ঞাসা করলেন : হে জনমণ্ডলী! তোমরা কি বলতে পারো এটা কোন দিন? জনতা জবাব দিল : এ হজ্জের মহান দিন। নবী বললেন : তোমরা রবের সাথে মিলিত না হওয়া পর্যন্ত এ দিনের সম্মানের মত আল্লাহ্ তোমাদের রক্ত ও ধন-সম্পদ সম্মানিত করেছেন।

হে জনতা, নিশ্চয়ই আমার পর আর কোন নবী নেই এবং তোমাদের পেছনে কোন (নতুন) উম্মত নেই। অতএব ভালোভাবে শোন। তোমাদের রবের ইবাদত করো, পাঁচ ওয়াক্ত সালাত কায়েম কর, মাহে রমযানের সিয়াম পালন কর, দিলের পবিত্রতার সাথে মালের যাকাত দাও, আল্লাহ্র ঘরের হজ করো, হুকুমত পরিচালনাকারীদের (ন্যায়-ইনসাফ ও আল্লাহ্র আহকাম জারীকারীদের) অনুগত হও এবং জান্নাতে স্থান লাভ কর। আমার অবর্তমানে তোমাদের কিছু সংখ্যক অন্যদের হত্যা করে যেন কুফরীর দিকে প্রত্যাবর্তন না করে।

আমি কি বাণী পৌঁছে দিইনি? হে আল্লাহ্! তুমি সাক্ষী থাকো।

হে জনমণ্ডলী! এতে কোন সন্দেহ নেই যে, তোমাদের রব এক এবং তোমাদের পিতা এক। তোমরা সবাই আদম থেকে এবং আদম মাটি থেকে সৃষ্ট। আল্লাহ্ তা'আলার কাছে সে অধিক সম্মানিত যে অধিক তাকওয়ার অধিকারী। মনে রেখো, কোন অনারবের উপর কোন আরবীর শ্রেষ্ঠত্ব নেই, না কোন আরবীর উপর কোন অনারবের শ্রেষ্ঠত্ব, না কোন কালোর উপর সাদা, না কোন সাদার উপর কালো লোকের। শ্রেষ্ঠত্বের বুনিয়াদ শুধুমাত্র তাকওয়া।

(কিয়ামতের দিন) তোমাদেরকে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। তোমরা কি জবাব দেবে? জনতা জবাব দিল : আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনি অবশ্যই পয়গাম পৌঁছে দিয়েছেন, উম্মতকে নসিহত করেছেন, ধুলোবালি পরিষ্কার করে দিয়েছেন, আমানত আদায় করেছেন যে ভাবে আমানত আদায় করার হক রয়েছে।

অতঃপর নবী করীম (সঃ) তিনবার বললেন :

اللهم اشهد - اللهم اشهد - اللهم اشهد *

হে আল্লাহ্, তুমি সাক্ষি থাক, তুমি সাক্ষি থাক, তুমি সাক্ষি থাক।

উপস্থিত জনতা যেন আমার এ বাণী অনুপস্থিতদের কাছে পৌঁছে দেয়। হে জনতা! প্রত্যেক উত্তরাধিকারের জন্য আল্লাহ্ মিরাসের

অংশ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন এবং এক তৃতীয়াংশের বেশী অসিয়ত করা জায়েয নয়। সন্তান তার, যার বিছানায় সে জন্ম নিয়েছে এবং জিনা-কারীর শাস্তি পাথর। যে কেউ নিজের বাপ ছাড়া অন্যের সাথে নিজেকে এবং নিজের মালিক ব্যতীত অন্যের সাথে সম্পর্কিত করে তার উপর লানত আল্লাহ্‌র, ফেরেশতার এবং যাবতীয় মানুষের। (কিয়ামতের দিন) এ অপরাধের কোন বিনিময় তার কাছ থেকে গ্রহণ করা হবে না।

তোমাদের উপর শান্তি ও আল্লাহ্‌র রহমত।

মসজিদে খিফায়

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর এ সব বান্দাকে আনন্দিত ও প্রফুল্ল রাখুন যারা আমার কথা শুনেছে ও ইয়াদ রেখেছে অতঃপর তাদের কাছে তা পেঁছে দিয়েছে যারা আমার মুখ থেকে সরাসরি শোনেনি। কেননা হিকমত, জ্ঞান এবং দ্বীনের কথা প্রচারকারীদের কিছুসংখ্যক বুদ্ধি-বিবেচনার অধিকারী নয়। আবার এমনও বহু বিজ্ঞ লোক রয়েছে যারা মুবাল্লিগের চেয়ে বেশী বুদ্ধি-বিবেচনার অধিকারী। তিনটি জিনিস সম্পর্কে ঈমানদার ব্যক্তির দিলের মধ্যে কোন সন্দেহ পাওয়া যায় না :

(১) শুধু মাত্র আল্লাহ্‌র জন্য আমল করা।

(২) ক্ষমতার অধিকারীদের জন্য শুভেচ্ছা ও উপদেশ দান।

(৩) জামায়াতের নিয়ম-শৃংখলা মজবুতভাবে মানা।

এ তিন দাবীর ভিত্তিতে তাদেরকে (হুকুম প্রদানকারীর) খেতাব করা দরকার। যে আখেরাতের চিন্তায় মগ্ন, আল্লাহ্ তার মনে শান্তি প্রদান করেন এবং তার দিল থেকে মানুষের মুখাপেক্ষিতা দূর করে দেন। দুনিয়ার সুখ তার কাছে চলে আসে। যার চিন্তা দুনিয়ার জন্য, আল্লাহ্ তার সমস্যা জটিল করে দেন। তার মুখাপেক্ষিতা তার সামনে হাযির করেন। অথচ তার ভাগ্যে যা লিখা রয়েছে তা ছাড়া সে বেশী কিছু দুনিয়াতে লাভ করে না।

শেষ ভাষণ

নবী করিম (সঃ) দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়ার দু'মাস পূর্বে 'সূরাহ নসর' নাযিল হয়।

اذا جاء نصر الله والفتح - و رأيت الناس يدخلون في دين الله ।

افواجا - فسبح بحمد ربك واستغفره - انه كان توابا ।*

"আল্লাহ্‌র সাহায্য ও বিজয় পেঁছিল এবং তুমি দেখলে দলে দলে লোক আল্লাহ্‌র দ্বীনে দাখিল হলো। অতএব আল্লাহর তসবীহ ও তহমীদ কর এবং আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই তিনি তওবা কবুলকারী।'

নবী করিমের (সঃ) আখেরী রমজান মোবারক ছিল হিজরী দশম সনে। সেবার তিনি বিশ দিন এতেকাফ করলেন। ইতিপূর্বে প্রতি বছর মাত্র দশ দিনের এতেকাফ করতেন। প্রিয় কন্যা ফাতেমা বতুল (রাঃ)-কে তার কারণ বললেনঃ আমার সময় নিকটবর্তী মনে হচ্ছে।

১২ই সফর নবী করিম (সঃ) ওহোদ উপত্যকায় গেলেন। শহীদদের কবরস্থানে সালাত আদায় করলেন। ফেরার পথে মিম্বরে আরোহণ করে খেতাব করলেনঃ

হে জনতা, আমি তোমাদের পূর্বে গমনকারী এবং সাক্ষ্য প্রদানকারী। আল্লাহ্‌র শপথ আমি এখান থেকে হাউস দেখতে পাচ্ছি। আমাকে রাজ্যসমূহের খাজাঞ্চী খানার চাবী দিয়ে দেয়া হয়েছে।

আমার অবর্তমানে তোমরা মুশরিক হয়ে যাবে এ ভয় করি না। কিন্তু আশংকা করছি তোমরা একে অপরের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু করবে।

অতঃপর তিনি জান্নাতুল বাকীতে গভীর রাত্রিতে গমন করলেন, দোয়া করলেন এবং বললেন, انا بكم لا حقون। নিশ্চয়ই আমরা তোমাদের সাথে মিলিত হবো।

অতঃপর একদিন মুসলমানদের একত্রিত করার হুকুম দিলেন। তিনি বললেন :

মারহাবা মুসলমান! আল্লাহ্ আমাদের রহমতের মধ্যে রাখুন! তোমাদের নিরুৎসাহিতা দূর করুন। তোমাদের রিযিক দান করুন। তোমাদের মদদ করুন। তোমাদের উন্নত করুন। তোমাদেরকে নিরাপদ রাখুন। আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্-ভীতির অসিয়ত করছি। আল্লাহ্র হাতে তোমাদের সোপর্দ করছি এবং তাঁরই ভয় তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। কেননা আমি সুস্পষ্ট ভয় প্রদর্শনকারী। সাবধান, আল্লাহ্র বান্দা ও তাঁর জনপদের মধ্যে তোমরা কোনরূপ অহংকার ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন করো না। আল্লাহ্তা'আলা আমাকে ও তোমাদেরকে বলেছেন : تلک دار الاخرة نجعلها للذين لا يرون علوا فى الارض ولا فسادا والعاقبة للمتقين *

এটা আখেরাতের গৃহ, আমি তাদেরকে দান করি যারা পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠত্ব আকাংখা করে না এবং ফাসাদও সৃষ্টি করে না। আর উৎকৃষ্ট পরিণাম মুত্তাকিনদের জন্য।

অতঃপর নবী (সঃ) তেলাওয়াত করলেন এ আয়াত :

اليس فى جهنم مثوالى المتكبرين *

অহংকারীদের স্থান কি জাহান্নাম নয়?

পরিশেষে বললেন : সালাম তোমাদের সকলের উপর এবং তাদের উপরও যারা ইসলামের মাধ্যমে আমার বয়েতে শামিল হবে।

বিদায়ের পাঁচদিন পূর্বে তিনি সাত কূয়োর সাত মশক পানি মাথায় দেয়ালেন। কিঞ্চিত সুস্থ হলে মসজিদে উপস্থিত হয়ে বললেন :

তোমাদের পূর্বে এক কওম আম্বিয়া এবং নেক ব্যক্তিগণের কবরস্থানকে সিযদার স্থান বানিয়েছিল। তোমরা অনুরূপ করো না।

এ সব ইয়াহূদী এবং খৃষ্টানদের উপর আল্লাহ্‌র অভিশাপ যারা আম্বিয়ার কবরকে সিযদার স্থান বানিয়েছে। আমার পর আমার কবরকে যেন এরূপ পূজার স্থান বানানো না হয়।

অতঃপর তিনি সালাত আদায় করলেন এবং মিম্বরে আরোহণ করে আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগানের পর বললেন ঃ

আমি তোমাদেরকে আনসারদের হক সম্পর্কে অসিয়ত করছি। তারা আমার শরীরের ভূষণ এবং আমার পথের পাথেয়। তারা তাদের কর্তব্য পূর্ণ করেছে। এখন তাদের অধিকার বাকী রয়েছে। তাদের মধ্যে যারা ভাল কাজ করে তাদেরকে সম্মান কর এবং যারা ভুল করবে তাদেরকে মাফ কর এবং বললেন : এক বান্দার সামনে দুনিয়া এবং 'মা-ফিহা' (দুনিয়ার যাবতীয় বস্তু) পেশ করা হয়েছে কিন্তু তিনি আখেরাতকে বেছে নিয়েছেন।